# পর্ব - 1

# সমাজবিদ্যার শিক্ষণ

# (TEACHING OF SOCIAL STUDIES)

## পর্যায়-১ ❑ সমাজবিদ্যা শিক্ষার ধারণা (Understanding Teaching of Social Studies) :

### সূচনা (Introduction) :

মানুষ সমাজেরই অংশ। সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তিসত্ত্বাকে সামাজিক বানিয়েছে। সমাজের উপস্থিতিতেই প্রত্যেক ব্যক্তিসত্ত্বা সামাজিক। সমাজবিদ্যার বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে মানুষ ও সমাজের সঙ্গে জড়িত। সেকেণ্ডারী স্টেজ (মাধ্যমিক) পর্যন্ত সমাজবিদ্যার বিষয়গুলি শিক্ষার সামগ্রিক রূপের সাথে একীভূত। তাই প্রশিক্ষকদের সমাজবিদ্যা-শিক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা খুবই জরুরী। আলোচ্য অংশে সমাজবিদ্যা-শিক্ষণের তত্ত্বীয় বিষয়ের ধারণা পাওয়া যাবে।

বইটির প্রথম এককে সমাজবিদ্যার-সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, পরিধি সম্পর্কে জানানো হয়েছে। বিদ্যালয় পাঠক্রমে সমাজবিদ্যার আবশ্যিক বিষয় হিসাবে থাকার একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও যুক্তি সম্পর্কে বলা আছে।

দ্বিতীয় এককে জাতীয় সংহতির ধারণা, সংজ্ঞা এবং জাতীয় সংহতি প্রসারে সমাজবিদ্যার ভূমিকা আলোচনার সাথে সাথে National Integration Committee (1961) কর্তৃক সমাজবিদ্যার ভূমিকা সম্পর্কিত সঙ্কেত ও পরামর্শগুলিও স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় এককে রয়েছে সমাজবিদ্যা শিক্ষণের বিচার্য বিষয়গুলি।

চতুর্থ এককে স্থান পেয়েছে সমাজবিদ্যা শিক্ষণে নির্দেশনা দানে ব্যবহৃত উপকরণ ও তাদের গুরুত্ব।

পঞ্চম একক উপস্থাপন করেছে সমাজ বিদ্যার মূল্যায়নে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতি, মূল্যায়নের সংজ্ঞা এবং ভাল মূল্যায়নের শর্তগুলি।

# একক ১ ❑ সমাজবিদ্যার ধারণা (UNDERSTANDING SOCIAL STUDIES)

গঠন

১.১ ভূমিকা
১.২ উদ্দেশ্য
১.৩ সমাজ বিদ্যার সংজ্ঞা
১.৩.১ সমাজ বিদ্যা কি ?
১.৩.২ সমাজ বিজ্ঞান ও সমাজ বিদ্যা
১.৪ সমাজ বিজ্ঞান ও সমাজ বিদ্যার পার্থক্য
১.৫ সমাজ বিদ্যার পরিধি
১.৬ সমাজ বিদ্যা শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
১.৭ সমাজ বিদ্যা—একটি মূল বিষয়
১.৭.১ মূল/ মৌলিক পাঠ্যক্রম কাকে বলে ?
১.৭.২ সমাজবিদ্যা কেন একটি মূল/মৌলিক পাঠ্যক্রম
মনোবৈজ্ঞানিক কারণ
সামাজিক কারণ
বাস্তব কারণ
১.৮ সমাজ বিদ্যার পাঠ্যক্রম
১.৯ এককের সংক্ষিপ্তসার
১.১০ অগ্রগতির মূল্যায়ন
১.১১ বাড়ীর কাজ
১.১২ আলোচনা ও বিষয়ের পরিস্ফুটন

## ১.১ ❑ ভূমিকা ঃ (Introduction)

মানুষ একটি সামাজিক জীব। মানুষ সমাজে জন্ম নেয় এবং বেড়ে ওঠে। প্রত্যেক মানুষ সমাজের একটি অংশ। শুধু যে এর ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি নাগরিক বিষয়গুলিই গুরুত্বপূর্ণ তাই নয় বরং মানুষ নিজে ইতিহাস, ভূগোল, নাগরিক, অর্থনৈতিক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয় ও প্রভাবিত করে। সমাজবিদ্যা। সরাসরি মানুষ ও তার সমাজকে নিয়ে আলোচনা করে।

বর্তমান এককে আমরা জানব সমাজ বিদ্যা কি ? এর উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে ? এর উদ্দেশ্য কি ? কি ?

## ১.২ ❑ উদ্দেশ্য (Objectives)

এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- সমাজবিদ্যার অর্থ
- সমাজবিদ্যার ইতিহাস

- সমাজ বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার প্রভেদ
- সমাজবিদ্যার পরিধি
- সমাজবিদ্যা শিক্ষণের সাধারণ উদ্দেশ্য।
- সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

## ১.৩ ❑ সমাজবিদ্যার সংজ্ঞা (Defining Social Studies)

সমাজ শব্দটিকে সচরাচর ব্যবহার করলেও অনেকেরই 'সমাজবিদ্যা শব্দটির সঠিক ধারণা এবং তা কিভাবে সমাজের সাথে সম্পর্ক যুক্ত তার ধারণা নেই। এখানে আপনারা জানবেন 'সমাজবিদ্যা বলতে কি বোঝায়?'

আপনারা সমাজবিদ্যা বলতে যা বোঝেন তার উপর ভিত্তি করে এর সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করুন—

### ১.৩.১ ❑ সমাজ বিদ্যা কি?

আপনারা হয়ত নিম্নলিখিত রূপে সমাজবিদ্যার সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন—

- সমাজ সম্পর্কে আলোচনা
- 'বেঁচে থাকার পথ' (art of living) সম্পর্কে আলোচনা
- মানবীয় সম্পর্কগুলির সম্পর্কে আলোচনা
- সমসাময়িক সমাজের আলোচনা
- বর্তমান সামাজিক সমস্যাগুলি—যেমন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সম্পর্কে আলোচনা

আপনার সমাজবিদ্যার সংজ্ঞা সঠিক। সমাজবিদ্যা বলতে উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও আরো অনেক কিছু নির্দেশ করে।

সমাজবিদ্যা সংজ্ঞায় বলা যায়—যে বিদ্যা শিক্ষার্থীকে সামগ্রিকভাবে মানবিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা দেয় যা তার মধ্যে প্রসারিত, যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সহায়তা করে।

### ১.৩.২ ❑ সমাজবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা (Social Studies & Social Sciences)

**Generic** বা 'বর্গীয়' অর্থে সমাজ বিজ্ঞান হল দলগত বা একক ভাবে মানুষকে নিয়ে আলোচনা—তার শারীরিক বৈশিষ্টগুলি বাদ দিয়ে। সমাজবিজ্ঞান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের

আচরণগুলিকে নিয়ে আলোচনা করে। অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূগোল সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

সমাজবিজ্ঞানের মানবীয় সম্পর্কগুলির সাথে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সংযুক্তি ঘটায়। 'সমাজবিজ্ঞান' এর উৎপত্তি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল—

আমেরিকার টমাস জেসী জোন্স (Thomas Jesse Jones) ১৯০৫ সালে 'Southern Workman' নামক তাঁর প্রবন্ধে সর্বপ্রথম "Social–Studies" বা 'সমাজ বিদ্যা' শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৯০৮ সালে জোন্স তাঁর প্রবন্ধটি পরিবর্ধন করে প্রকাশ। করেন 'Social Studies in the Hampton Curriculum' তিনি Social Studies of the Commission on Re-organigation of Secondary Education Association' এর কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। কমিটি ১৯১৬ সালে যে রিপোর্ট পেশ করে তা সর্বজন স্বীকৃত হয় ও বির্তকের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে তা সেকেন্ডারী স্তরের স্কুল পাঠ্যক্রমে জায়গা পায়। 'সমাজবিদ্যা' আলাদা গুরুত্ব পায় ১৯২১ সালে National Council for Social Studies গঠিত হলে।

সমাজবিদ্যা একটি 'child-centred approach উপস্থাপন করে এবং এটি মানবিক সম্বন্ধগুলি ব্যবহারিক দিক। সমাজবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা উভয়ের মূল গঠন একই। সমাজবিজ্ঞানের উপর মূল গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সমাজবিদ্যায় মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক ও তা কিভাবে মানুষের চাহিদা পূরণ করে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

**সমাজবিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Social Studies)**

- Commission on Reorganisation of Secondary Education Association (১৯১৬) আমেরিকা,—সমাজবিদ্যা বলতে সেইসব বিষয়গুলি বোঝায় যেগুলি সরাসরি সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের, মানব সমাজের ও সংস্কার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে।
- Michaelis (১৯৫৬) সমাজবিদ্যা মানবিক সম্বন্ধ, মানুষ এবং তার সামাজিক ও বাহ্যিক পরিবেশের সম্পর্কের উপর আলোকপাত করে।
- High (১৯৬২) সমাজ বিজ্ঞানের বিদ্যালয় সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রতিফলনই হল সমাজ-বিদ্যা।
- Secondary Education Commission এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় শিক্ষাজগতে সমাজবিদ্যা তুলনামূলক ভাবে একটি নতুনশব্দ। এর মধ্যে পড়ে প্রচলিত ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, নাগরিক বিষয় ইত্যাদির সমস্ত বিভাগগুলি।
- National Curriculum Frame work for School Education. NCBRT (2000) এ সমাজবিদ্যা প্রসঙ্গে সমাজ বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করেছেন। দেখা গেছে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতার বিকাশ ঘটায় যা তাদের আত্মিক বিকাশ ও সমাজ উপযুক্ত, প্রদানকারী সভ্য হিসাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।

- Barr et.al (১৯৭৭)/Barr ও অন্যান্য—নাগরিক শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে মানবিক সম্বন্ধগুলির অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সম্মেলন ঘটায়।

## ১.৪ ❑ সমাজ বিজ্ঞান ও সমাজ বিদ্যার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Social Science and Social Studies)

নীচে সমাজবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার বিভিন্ন পার্থক্যগুলি আলোচিত হল—

| সমাজ বিজ্ঞান | সমাজ বিদ্যা |
|---|---|
| 1. মানব সমাজের উন্নততর পাঠ। | 1. সমাজ বিজ্ঞানের সরলীকৃত অংশ মাত্র। |
| 2. এটি 'adult-approach' উপস্থাপন করে। | 2. মানবিক সম্পর্কের প্রায়োগিক দিক। |
| 3. মানবিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক দিক। | 3. মানবিক সম্পর্কের প্রায়োগিক দিক। |
| 4. জ্ঞানের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়। | 4. জ্ঞানের ক্রিয়াগত দিকে বেশী গুরুত্ব দেয়। |
| 5. এর লক্ষ্য মানবিক সম্পর্কের নতুন দিকের উপর আলোকপাত করা | 5. সমাজবিজ্ঞানের পাঠে যে বিষয়গুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিক্ষার্থীদের জানতে সাহয্য করে। |

## ১.৫ ❑ সমাজ বিদ্যার পরিধি (Scope of Social Studies)

পরিধি বলতে বোঝায় বিস্তৃতি, সামগ্রিকতা, শিক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রদত্ত বিভিন্নতা এবং বর্তমান বিষয়গুলি। তাই এই পর্যায়ে আমাদের নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে হবে—

- সমাজবিদ্যার আলোচনায় কি কি অর্ন্তভুক্ত করতে হবে?
- কোন বিষয় অর্ন্তভুক্ত করতে হবে?

সমাজবিদ্যা শিক্ষার্থীকে সামগ্রিকভাবে মানুষ ও তার পরিবেশ সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। সুতরাং সমাজবিদ্যা পাঠে এমন অভিজ্ঞতা অর্ন্তভুক্ত করতে হবে যাতে শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় এবং জ্ঞানের ভারসাম্য বজায় থাকে।

সমাজবিদ্যা সেইসব সম্পর্কগুলিকে নিয়ে আলোচনা করে সেগুলি—

- মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক;
- মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক;
- মানুষ ও বিশ্বের সম্পর্ক;
- মানুষ ও দ্রব্যের সম্পর্ক;

তাই সমাজবিদ্যার পাঠে উপরোক্ত বিষয়গুলি অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

সমাজবিদ্যা পাঠের মূল দায়িত্ব হলো শিশুকে সমাজের অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা। সুতরাং সমাজবিদ্যায় ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পরিবেশবিদ্যা, নাগরিক—অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি সমাজতত্ত্বের (Sociology) অর্ন্তভুক্ত।

## ১.৬ ❑ সমাজবিদ্যা শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Teaching Social Studies) :

সমাজবিদ্যা শিক্ষণের উদ্দেশ্য নির্ণয় জরুরী কেন?

সমাজবিদ্যা শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি কি?

সমাজবিদ্যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ জরুরী বিভিন্ন কারণে—

- গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ বিষয় নির্বাচন
- শিক্ষণ কৌশল ও পদ্ধতি নির্ধারণ
- পরিমাপ ও মূল্যায়নের ভিত্তি গঠন
- শিখনকে কার্যকরী করা
- উপযুক্ত শিখন পরিবেশ তৈরী করা
- শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত দক্ষতা ও দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করা।
- শিক্ষামূলক পদ্ধতির সংজ্ঞা দান
- শিক্ষামূলক কাজকে সঠিক দিকে পরিচালিত করা।

শিক্ষার বিস্তারিত লক্ষ্য কে সামনে রেখে আমাদের সমাজবিদ্যা লক্ষ্য স্থির করতে হবে। উদ্দেশ্য হতে হবে সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট। নিম্নে সমাজবিদ্যার মূল লক্ষ্যগুলি আলোচনা করা হল—

- শিশুকে/শিক্ষার্থীকে তার অতীত ও বর্তমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত করা।
- শিশুকে ভারতের উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত করা এবং সামাজিক পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে শেখানো।
- বুদ্ধিদীপ্ত গণতান্ত্রিক নাগরিক গঠন
- শিশুর মধ্যে সামাজিক যোগ্যতার বিকাশ ঘটানো
- শিশুর মধ্যে সামাজিক ও বাস্তব পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত মানসিকতা, জ্ঞান, বোধশক্তি ও ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো
- শিক্ষার্থীদের মানব পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে এবং ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সাহায্য করা।
- শিশুদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে যা পরবর্তী ক্ষেত্রে জাতি গঠনে সহায়ক হয়

- শিক্ষার্থীর বিশ্বজনীন চিন্তা ও আঞ্চলিক ক্রিয়ায় সহায়ক
- শিশুদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মানসিকতা গঠন যা তাকে আত্ম গঠনে সাহায্য করে এবং একজন দায়িত্বশীল, প্রদানক্ষম (contributing) নাগরিক হিসাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।
- অবসরের সঠিক/গঠনমূলক ব্যবহার
- শিক্ষার্থীর মধ্যে নিজের অধিকার বোধ প্রতিষ্ঠা
- সার্বিক উন্নতি ও ব্যক্তিত্ব গঠন
- সমাজে শান্তির বিস্তার ঘটানো
- জাতি, রাজ্য, রাষ্ট্র ও আর্ন্তজাতিক ক্রিয়াকলাপে কার্যকরী অংশগ্রহণ
- মানবিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মূল্য ও আদর্শ সম্পর্কে অবহিত করা
- আর্ন্তজাতিক বোঝাপড়া গড়ে তোলা।

## ১.৭ ❑ সমাজ বিদ্যা একটি মূল বিষয় (Social Studies–A core Subject) :

একটি দেশের সামাজিক পাঠক্রম সেই দেশের সংবিধানের মত। কারণ তার মধ্যেই ঐ দেশের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। শিক্ষা কমিশন নির্দেশ করে যে, শিক্ষাকে এমনভাবে রূপান্তরিত করতে হবে যাতে তা মানুষের জীবন, চাহিদা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পর্কিত হয় এবং সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়। সমাজ বিদ্যার পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হবে সমাজ সচেতনতা, গণতান্ত্রিক মূল্য এবং জাতীয় সংহতি গড়ে তোলা। সেই কারণে সমাজ বিদ্যা বিষয়টি একটি মূল বিষয়ের মর্যাদা পেয়েছে। সুতরাং প্রশ্ন হলো মূল পাঠ্যক্রম কাকে বলে?

### ১.৭.১ ❑ মূল পাঠ্যক্রম কী? (What is Core Curriculum) :

মূল পাঠ্যক্রম সেইসব। অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দেয় যা সব শিক্ষার্থীর জন্য মৌলিক, কারণ তাদের সৃষ্টি হয়েছে—

- আমাদের সবার ব্যক্তিগত চাহিদা থেকে।
- গণতান্ত্রিক সমাজের সদস্যদের নাগরিক ও সামাজিক চাহিদা থেকে।

**মূল পাঠ্যক্রম ঃ (Core Curriculum) :**

মূল পাঠ্যক্রম হলো সে সব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যা প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন যাতে তারা আধুনিক সমাজে সফলভাবে বাঁচতে পারে। এটা শিক্ষার্থীদের বাঁচার জন্য তৈরি করে। এটা শিক্ষার্থীদের সামাজিক জীবন যাপনের জন্য মৌলিক জ্ঞানের সঞ্চার করে তাদের সজ্জিত করে তুলবে।

### ১.৭.২ ❑ সমাজ কেন বিদ্যা একটি মূল বিষয়? (Why is Social Studies a Core Subject?) :

বিভিন্ন কারণে সমাজ বিদ্যা একটি মূল বিষয় হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। সেগুলি হল নিম্নরূপ—

(i) মনোবৈজ্ঞানিক কারণ।

(ii) সামাজিক কারণ।

(iii) বাস্তব কারণ।

**(i) মনোবৈজ্ঞানিক কারণ ঃ (Psychological Reasons)**

মানুষ পরিবেশ দ্বারা সৃষ্ট। মানুষ তার পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল। মানুষ পরিবেশকে যথার্থভাবে বুঝতে চায় এবং তাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে কারণ সে পরিবেশকে পরিবর্তনও করতে পারে। তাই প্রত্যেক শিশুকে তার পরিবেশকে চিনতে হবে। সমাজবিদ্যা শিশুকে তার নিজের প্রকৃতিকে বুঝতে সাহায্য করে।

শিশু সর্বদা মূর্ত বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। জীবনের মতো কোনকিছুই মূর্ত নয়। সমাজবিদ্যা এমন একটি বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম যার উদ্দেশ্য হলো জীবন সম্পর্কিত শিক্ষাদান করা।

**(ii) সামাজিক কারণ ঃ (Sociological Reasons)**

সবকিছুই পরিবর্তনশীল কোনকিছুই চিরস্থায়ী নয়। সমাজ দ্রুত পরিবর্তনশীল। জীবনের পরিবর্তনশীল রূপের সাথে সঙ্গতি রেখে গৃহে শিশুকে নাগরিকতার প্রশিক্ষণ দেবার সুযোগ তৈরী হয় না। তাই, সেই সুযোগ করে দিতে বিদ্যালয় শিক্ষাস্তরে সমাজপাঠ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

**(iii) বাস্তব কারণ ঃ (Practical Reasons) :**

মানুষ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাদের সমাধান মানুষ করতেও চায়, সমাজপাঠ তাকে সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দান করে যাতে সে সেইসব সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং তার পরিবেশের সাথে অভিযোজন করতে পারে।

## ১.৮ সমাজবিদ্যার পাঠ্যক্রম (Curriculum for Social Studies) :

National Curriculum for School Framework 2000–এ বলা হয়েছিল যে "সদা বর্দ্ধমান জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়ের নির্বাচন ও সংগঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজপাঠের পাঠ্যক্রম বোধগম্য হতে হবে কিন্তু আবার তথ্যের আধিক্য যাতে তাতে না থাকে" এর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার কাম্য করণ করা। তাই ভারসাম্য বজায় রেখে ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং সমাজতত্ত্ব থেকে উপাদান নিতে হবে।

**সমাজবিদ্যার বিষয় ঃ (Content of Social Studies)**

সমাজ বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি নিম্নরূপ হওয়া উচিৎ

(i) ভারতীয় সভ্যতা এবং তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

(ii) বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতা এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক

(iii) দেশীয় জীবনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও বিপ্লব।

(iv) দেশীয় সংস্কৃতির বিস্তার।

(v) সংস্কৃতির সংরক্ষণ।

(vi) ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস।

(vii) বিশ্বের সভ্যতায় ভারতের অবদান।

(viii) ভারতীয় সংবিধান।

(ix) সাংবিধানিক দায়িত্ব।

(x) অন্যান্য সভ্যতার অবদান।

(xi) প্রাকৃতিক জাতীয় সত্তার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়ের।

(xii) লিঙ্গ সমতা।

(xiii) সামাজিক বাধা দূরীকরণ।

(xiv) মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(xv) মানবিক অধিকার।

(xvi) পরিবেশ বিদ্যা।

(xvii) সম্পদ ও স্থায়ী উন্নয়ন।

(xviii) মানুষ-পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়তা।

(xix) জনসংখ্যা।

(xx) শিশুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা। যেমন—বাড়ী, বিদ্যালয়, প্রতিবেশী

(xxi) পারিপার্শ্বিক স্থানের পরিবর্তন।

(xxii) মেলা উৎসব ইত্যাদি।

(xxiii) প্রাকৃতিক ভূগোল।

(xxiv) জলবায়ুর পরিবর্তন।

(xxv) খাদ্য।

(xxvi) প্রাকৃতিক সম্পদ।

(xxvii) কৃষিজ দ্রব্য।

(xxviii) শিল্প।

(xxix) সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক উন্নয়ন ও সমস্যা।

(xxx) সামাজিকশ্রেণী, দুর্বল বিভাগ।

(xxxi) দারিদ্র অশিক্ষা দূর্নীতি সামাজিক শ্রেণী।

(xxxii) দুর্বল বিশ্বে ভারতের ভূমিকা বিশেষত, বিশ্বশান্তি, আন্তর্জাতিক শ্রেণী সহযোগিতা, decolonisation ইত্যাদি।

## ১.৯ ❑ এককের সারাংশ (Unit Summary) ঃ

- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আচরণের আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞান
- সমাজবিদ্যা মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটায়।
- সমাজবিদ্যার উদ্ভব থমাস জেসি জোন্সের লেখা থেকে হয়।
- সমাজবিজ্ঞান থেকে গৃহীত নির্দ্দিষ্ট বিষয়ই হল সমাজবিদ্যা।
- মানবিক সমাজের আধুনিক পাঠই হল সমাজবিজ্ঞান। আর সমাজ বিজ্ঞানের সরলতম অংশই হল সমাজবিদ্যা। সমাজ বিজ্ঞানে জ্ঞানের উপর বেশি জোর দেওয়া হয় সেখানে সমাজবিদ্যায় জ্ঞানের কার্যকরী অংশের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।
- মানুষের সাথে মানুষের, মানুষের সাথে প্রতিষ্ঠানের, মানুষের সাথে বস্তুর মানুষের সাথে পৃথিবীর এবং সম্পর্ক নিয়ে সমাজবিদ্যা আলোচনা করে।
- সমাজবিদ্যার অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলি হল, পৌরবিদ্যা, অর্থনীতি, ইতিহাস, পরিবেশ বিদ্যা ইত্যাদি।
- সমাজবিদ্যার শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো—ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিদ্যা অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব এবং পরিবেশ বিদ্যার মতই সমাজবিদ্যাও একটি বিষয়।
- মানবিক পরিবেশের সামগ্রিকতা এবং বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে তার বিকাশ এবং গবেষণাগত, গুণগত এবং মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।
- গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরী করা।
- বিদ্যালয় শিক্ষার সমাজবিদ্যা মূল পাঠ্যক্রম রূপে স্বীকৃত।
- সমাজে সফলভাবে বাঁচতে সমাজবিদ্যা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দান করে।
- মনোবৈজ্ঞানিক, সামাজিক, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজবিদ্যা মূল পাঠ্যক্রমের মর্যাদা সম্পন্ন। ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব পরিবেশবিদ্যার মতই সমাজবিদ্যাও একটি বিষয়।

## ১.১০ ❑ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check your progress) ঃ

(i) সমাজবিজ্ঞান কাকে বলে ?

(ii) সমাজবিদ্যা কাকে বলে ?

(iii) সমাজবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার পার্থক্য লেখ।

(iv) যে কোন শিক্ষাস্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গঠন করা হয় কেন ?

(v) সমাজবিদ্যার শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী ?

## ১.১১ ❑ বাড়ির কাজ (Assignment) ঃ

বিদ্যালয় শিক্ষাস্তরে সমাজবিদ্যার ভূমিকা ও স্থান আলোচনা করুন।

## ১.১২ ❑ আলোচনা/বিষয়বস্তুর পরিস্ফুটন (Points for Discussion and Clarification) ঃ

একটি পড়া শেষ করে যে সব বিষয়গুলির উপর অতিরিক্ত আলোচনার দরকার তাদের তালিকা তৈরী করুন।

### ১.১২.১ ❑ আলোচনার সূত্রাবলী (Points for discussion) ঃ

### ১.১২.২ ❑ পরিস্ফুটনের সূত্রাবলী (Points for Clarification) ঃ

## ১.১৩ ❑ উৎস (References) ঃ


1. Barr et al (1977). The International Encyclopedia of Education. Penguin Press New York. 1985, P. 4649.
2. Dhand, H.A. Hand Book for Teachers : Research in Teaching of Social Studies. Ashish Publsning House. New Delhi, 1991.
3. High.J. Teaching Secondary Schools Social Studies, John Wiley and Sons. Inc. New York 1962.
4. Michaelis, J.V. Social Studies for children in a Democracy Prentice Hall Inc. New York. 1956.
5. National Curriculum Framework for School Education. NCERT, New Delhi. 2000.
6. The New Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica Inc.Chicago, 1990.
7. The Encyclopedia Education, Vol. 8. The Macmillan co. and the Free press, 1971.
8. The International Encyclopedia of Education, Pesagman Press, New York, 1995.
9. The Reprot of Education Commission (1964-66) Ministry of Education. Govt. of India. New Delhi, 1966.
10. The Social Studies In Secondary Education, United states Bureau of education, Bulletin 1916. No. 21, Govt, Printing Office, Washington, 1926.
11. Wesley, A and Adams, M.A. Teaching Social Studies In Elementary Schools, Health and Co Boston D.C. 1952.

# একক ২ ❑ জাতীয় সংহতিতে সমাজবিদ্যার ভূমিকা (Role of Social Studies in National Integration) :

গঠন

২.১ ভূমিকা।
২.২ উদ্দেশ্য।
২.৩ জাতীয় সংহতি কাকে বলে ?
২.৩.১ জাতীয় সংহতি কী ?
২.৪ জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা
২.৫ জাতীয় সংহতিতে সমাজবিদ্যার ভূমিকা।
২.৫.১ জাতীয় সংহতি গঠনে সাহায্যকারী সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু।
২.৫.২ জাতীয় সংহতি গঠনকারী শিক্ষণ কৌশল।
২.৫.৩ জাতীয় সংহতিতে সমাজবিদ্যা শিক্ষকের ভূমিকা।
২.৬ জাতীয় সংহতিতে সমাজবিদ্যার ভূমিকা নিয়ে জাতীয় সংহতি কমিটির (১৯৬১) রিপোর্ট
২.৭ সারাংশ
২.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন
২.৯ বাড়ীর কাজ
২.১০ আলোচনার/বিষয়বস্তু ও তার পরিস্ফুটন
২.১১ উৎস

## ২.১ ❑ ভূমিকা (Introduction) :

ভারত বহু অঞ্চল, ধর্ম, ভাষা, জাতি, বর্ণ ইত্যাদির সমন্বয়। ভারতের উন্নয়ন নির্ভর করে তার জাতীয় সংহতির উপর।

বর্তমান এককে আমরা জানব জাতীয় সংহতি কী ? তার প্রয়োজনীয়তা কী ? জাতীয় সংহতিতে সমাজপাঠের ভূমিকা কী ?

## ২.২ ❑ উদ্দেশ্য (Objectives) :

(i) জাতীয় সংহতির অর্থ ব্যাখ্যা করা।
(ii) জাতীয় সংহতির সংজ্ঞা দেওয়া।
(iii) জাতীয় সংহতির প্রয়োজন ও গুরুত্ব ব্যক্ত করা।

(iv) জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাজবিদ্যা শিক্ষকের ভূমিকা উল্লেখ করা।

(v) জাতীয় সংহতি গঠনে শিক্ষণ কৌশল নির্বাচন করা।

(vi) জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে সাহায্যকারী বিষয়বস্তু সমূহ উল্লেখ করা যা সমাজ পাঠের অন্তর্ভূক্ত।

## ২.৩ ❑ জাতীয় সংহতির সংজ্ঞা ঃ (Defining National Integration) :

জাতীয় সংহতি একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ কী তা বলা খুব কঠিন কাজ।

আপনাদের নিজের সংহতি সম্পর্কে ধারণা থাকতে পারে। আপনাদের নিজেদের সংহতির সংজ্ঞা দিন।

### ২.৩.১ ❑ জাতীয় সংহতি কী ? (What is National Integration) :

নিচের ফাঁকা জায়গায় আপনার সংজ্ঞা দিন আপনার দেওয়া সংজ্ঞাটি নিচে লেখা সংজ্ঞাগুলির মধ্যে একটি হতে পারে—

- দেশের রাজনৈতিক ঐক্য।
- দেশের সমস্ত নাগরিকের পারস্পরিক বোঝাপড়া।
- সাধারণ আদর্শ
- সাধারণ একটি উদ্দেশ্য লাভ করা।

আপনার লক্ষ্য "জাতীয় সংহতিকে" সঠিকপথে সংজ্ঞায়িত করা, জাতীয় সংহতির অর্থ এই সবকিছু এবং আরও অধিক।

জাতীয় সংহতি হল ব্যাপক। এটি রাজনৈতিক সংগঠন থেকে ও বেশী কিছু। এখানে নাগরিকদের অনুভূতি জড়িত থাকে যা রাজনৈতিক এবং সাধারণ মানুষের আচরণ। যে কোন জাতি, যে কোন সম্প্রদায়, যে কোন ধর্ম, যে কোন ভাষাভাষির নাগরিকদের সমন্বিত হওয়ার কথা বলে একটা জাতি। এই সমস্ত মানুষেরা নিজেদের দুঃখ আনন্দ, হাসি কান্না নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এইভাবে একটি দেশে সমস্ত নাগরিকের যৌথবন্ধ করে তোলে জাতীয় সংহতির মূল লক্ষ্য জাতীয় দল ও অন্যান্য সংস্কৃতি

সবকিছুর জন্য শ্রদ্ধা এবং ভালবাসাকে উন্নত করার জন্য তাকে লালন পালন করা। জাতীয় সংহতির অর্থ হল অর্থনীতি, সমাজ এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যগুলিকে জনগণের সহনশীলতানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা। সংক্ষেপ বলা যায় যে জাতীয় সংহতি হল বাস্তব বোধের প্রয়োগ যেখানে বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য হতে পারে। জাতির সমাজের মধ্যে একতার অনুভবের ফলই হল জাতীয় সংহতির লালন পালন।

**কয়েকটি জাতীয় সংহতির সংজ্ঞা ঃ**

Dorothy Thompson—National integration is a feeling that binds the Citizens of a Country.

Preston—National integration is the job to inculcate knowledge of our country, pride in it and respect for the best in our national environment, aspirations and traditions and a wish to improve our country.

## ২.৪ ❑ জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা (Need of National Integration) :

এর আগে আমরা জাতীয় সংহতির অর্থ আলোচনা করেছি, নিশ্চয় আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগছে যে জাতীয় সংহতির প্রয়োজন কেন হয়, তার কারণগুলি হলো—

(i) একটি বৃহৎ দেশ গঠন করা।

(ii) গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের সাফল্যের জন্য।

(iii) জাতিতন্ত্রের অবসান করতে।

(iv) ধর্মীয় মূল্যবোধকে একত্রিত করা।

(v) দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়ন ঘটাতে।

## ২.৫ ❑ জাতীয় সংহতিতে সমাজবিদ্যার ভূমিকা (Role of Social Studies in National Integration) :

সমাজবিদ্যা ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পরিবেশবিদ্যা ইত্যাদি একাধিক বিষয়কে নিয়ে গঠিত। বিভিন্ন বিষয়গুলির শিক্ষণে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ফলতঃ প্রশ্ন হলো সমাজবিদ্যার শিক্ষণে শিক্ষক কি পদ্ধতি গ্রহণ করবেন? সমাজবিদ্যা শিক্ষকের জাতীয় সংহতিতে ভূমিকা কী?

### ২.৫.১ ❑ জাতীয় সংহতি গঠনে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু (Contents of Social Students In Promoting National Integration) :

ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিদ্যা, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সমাজবিদ্যা বিষয়টি গঠিত। এই বিষয়ের মাধ্যমে জাতীয় সংহতির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়কে এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা এখন আলোচনা করব যে, এই বিষয়গুলির মধ্যে কী কী নেওয়া হবে যাতে জাতীয় সংহতি গড়ে তোলা যায়—

**ইতিহাস ঃ (History)**

সব উন্নয়নের প্রাক্ শর্তই হলো একতা। দ্রুত অগ্রগতির জন্য দরকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। আমাদের মাতৃভূমি বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির সমন্বয়—যাকে বলে 'বৈষম্যের মাঝে একতা'। এই একতাকে বৈষম্যের মাঝে দেখাতে গেলে শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপর ও শিক্ষণের জন্য চৈতন্য, কবীর, মহম্মদ, মীরাবাঈ, একনাথ, রামদাস এবং মুসলিম সুফীবাদকে এই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ। তার জন্য বিভিন্ন মহাপুরুষদের জীবন ও শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধর্মের তীর্থক্ষেত্র যথা হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ইত্যাদি সম্বন্ধেও শিক্ষা দিতে হবে।

সমগ্রদেশে প্রাধান্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক একতা বর্তমান। সমগ্র দেশে বিভিন্ন স্তরে বা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরকম উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক উৎসবগুলি হল যেমন হোলি, দেওয়ালি, দশহরা, বৈশাখী, মহরম, পোঙ্গাল ইত্যাদি। এই উৎসবগুলি শিক্ষার্থীদের জানানো উচিৎ জাতীয় সংহতির অগ্রগতি বা উন্নয়নের জন্য।

আমরা বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়ে অনুপম বা আবেগ মিশ্রিত ও প্রাচীন ভারতীয় রীতি যথা স্থাপত্য শিল্প, চিত্রকলা, সংগীত এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে খুঁজি যেখানে একতা থাকা সত্ত্বেও বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এগুলির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

বিদ্যালয় স্তরেই শিক্ষার্থীদের ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ছোট ছোট কাহিনীগুলিকে জানানো প্রয়োজন। এই স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগের ও ধৈর্য্য সহকারে কষ্ট ভোগ করার কাহিনীগুলি জন্মগতভাবেই ভারতীয়দের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই বিষয়টি তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা গড়ে তুলবে এবং পূববর্তী জাতীয় জনগণ স্বাধীনতার জন্য কি পরিমান মূল্য দিয়েছে তা জেনে যুব সম্প্রদায় উদ্বুদ্ধ হবে। গান্ধী, নেহেরু, তিলক, প্যাটেল, আজাদ, বোস, ভগৎ সিং, লাল-বাল-পাল প্রমুখ জাতীয় নেতাদের জীবনকাহিনী শিক্ষার্থীদের জানাতে হবে। ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা যেমন ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ডান্ডি মার্চ, জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতির সাথে পরিচিত হবে।

শিক্ষার্থীদের বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা ও তার প্রভাব সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ। যেমন রুশ বিপ্লব, বিশ্বযুদ্ধ, এই যুদ্ধে ভারতীয়দের ভূমিকা, চীন বিপ্লব, ভারতের বিরুদ্ধে চীন ও পাকিস্তানের আগ্রাসী মনোভাব, কারগিল যুদ্ধ ইত্যাদি।

**ভূগোল ঃ (Geography) :**

ভারতে রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চল। তাই বিভিন্ন অঞ্চলের ভূগোল শিক্ষার্থীদের জানাতে হবে। মানচিত্র দেখা ও পাঠ করাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

নদী, পাহাড়, প্রাকৃতিক সম্পদ, জলপ্রপাত ইত্যাদি সবার জন্য প্রয়োজনীয়। এর মাধ্যমে একতা ফুটে ওঠে।

মানুষের তৈরী বাঁধ, রেলপথ, জলপথ, বায়ুপথ ইত্যাদি হলো সর্বসাধারণের সম্পদ। তারা আমাদের কাজে আসে।

আমাদের পোষাক ও খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে দারুণ মিল রয়েছে। জাতীয় সংহতির উন্নয়নের জন্য পাঠ্যক্রমে এগুলি উপর জোর দেওয়া উচিৎ।

**পৌরবিদ্যা ঃ (Civics)**

ভারতে বিভিন্ন মানুষ বাস করেন এবং একই সংবিধান অনুসরণ করেন। তারা প্রত্যেকেই সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ভোগ করেন এবং তাদের মৌলিক কর্তব্যও প্রায় এক। প্রত্যেকেই আইনের চোখে সমান। যদিও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক বাধা থাকে, তবুও তারা কৃত্রিম। একজন রাষ্ট্রপতি একজন প্রধানমন্ত্রী এবং একটি মাত্র সুপ্রীম কোর্ট রয়েছে। এসবগুলি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

**অর্থনীতি ঃ (Economics)**

অর্থনৈতিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা একই দেশের নাগরিক। প্রতি বছর সংসদ সারা দেশের জন্য বাজেট তৈরী করেও পাশ করে। শিক্ষার্থীদের বাজেট তৈরী সম্বন্ধে জানাতে হবে। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে এবং আরও অবহিত করতে হবে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রভাবে ভারত কিভাবে সামনে এগিয়ে চলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্ম তাৎপরতায় এবং আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দান করছে। এর মধ্যে দিয়ে জাতীয় সংহতি জন্ম নেয়।

### ২.৫.২ ❑ জাতীয় সংহতি গঠনে সাহায্যকারী শিক্ষণ কৌশল (Method of Teaching for Promoting National Integration) :

সমাজবিদ্যা শিক্ষণে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। জাতীয় সংহতি গঠনের জন্য সেই সব শিক্ষণ কৌশল নিতে হবে যা শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা, সহ্যশক্তি, নেতৃত্ব দান, অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিক মূল্য বোধ ইত্যাদি গুণগুলির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে। ফলে প্রকল্প, কাজের মাধ্যমে শিক্ষা, সেমিনার ইত্যাদি পদ্ধতি নেওয়া উচিত।

### ২.৫.৩ ❑ জাতীয় সংহতি গঠনে সমাজবিদ্যার শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Social Studies Teacher in Promoting) :

শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শিক্ষক। তিনি এমন এক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারেন যেখানে শিক্ষার্থীরা একত্রে বাস করতে পারে।

শিক্ষকের উচিৎ শিক্ষার্থীদের ভারতীয় জীবনে সহনশীল ক্ষমতার বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানো। তাঁর উচিৎ গুপ্তযুগকে সুবর্ণযুগ বলা হত, ফা-হিয়েন ভারতীয় জনগণের সভ্যতার দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, হর্ষবর্ধনের ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতি গ্রহণ, আকবরের দীন-ই-ইলাহী ধর্ম প্রবর্তনের কথা ইত্যাদি বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের জানানো।

তাঁর উচিত ভারতের সেইসব নেতা ও মহান ব্যক্তিদের কথা শিক্ষার্থীদের বর্ণনা করা যাদের ত্যাগ দেশের ঐক্য ও সংহতিকে দৃঢ় করেছে। শিক্ষকের উচিত ভারতীয়দের মধ্যে যে সৃজনশীলতা রয়েছে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তোলা।

শিক্ষকের উচিত প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া যা আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন দ্বারা দূরত্ব কমে গেছে, যোগাযোগের নতুন নতুন রাস্তা খুলে গেছে যা মানুষকে পরস্পরের কাছে এনে

দিয়েছে। যেমন টেলিফোন, ফ্যাক্স ই-মেল, ইন্টারনেট ইত্যাদি। এগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গবেষণা এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলির প্রতিবাদ করতে উজ্জীবিত করবে। ভারতের মস্তক উন্নতি আর এটা সম্ভব হতে পারে যদি আমরা একত্রিত থাকি এবং আমাদের শক্তি ঐক্যবদ্ধ করতে পারি। শিক্ষকের উচিত জাতীয় সংহতির উপর জোর দেওয়া যাতে সন্ত্রাসবাদ, জাতিবাদের মতো অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই করা যায়।

## ২.৬ ❑ জাতীয় সংহতিতে সমাজবিদ্যার ভূমিকা নিয়ে জাতীয় সংহতি কমিটির (১৯৬১) রিপোর্ট (Suggestions of National Integration Committee (1961) on the Role of Social Studies in National Integration) :

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকে ১৯৬১ সালে ডঃ সম্পূর্নানন্দের নেতৃত্বাধীন যে জাতীয় সংহতি কমিটি গঠিত হয়, তা জাতীয় সংহতিতে সমাজবিদ্যার গুরুত্বের কথা বলেছিল।

১. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পাঠ্যক্রমকে পুনরায় সংগঠিত করতে হবে।
২. বিদ্যালয়ে জাতীয় সঙ্গীত ও অন্যান্য দেশাত্মবোধক সঙ্গীত গাওয়া।
৩. শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন ধরনের পত্র পত্রিকা বই পড়ানো যেখানে জাতীয়জনকদের সম্বন্ধে নানান ধারণা দেওয়া আছে।
৪. শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকার ইতিহাস বলা তা দেখানো।
৫. বিভিন্ন জাতীয় দিবস যেমন ১৫ই আগস্ট, ২৬ শে জানুয়ারী ২রা অক্টোবর ইত্যাদি পালন করা।
৬. স্কুলে বিভিন্ন সেমিনার, সিমপোসিয়াম তর্ক বিতর্কের আয়োজন করা।
৭. বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন মত বিনিময় করতে পারে মাঝে মাঝে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করতে পারে।
৮. শিক্ষকদের জন্য সমাজ বিদ্যার ভাল ব্যবহারিক পুস্তক প্রকাশ করা দরকার।
৯. বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের দেশের সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন।
১০. শিক্ষাসংক্রান্ত ভ্রমণের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষজনের জীবনযাত্রা নিয়ে নানান প্রদর্শনী করা যেতে পারে।
১১. স্কুলের ব্যবহার্য হিসেবে যে সকল বিষয় প্রকাশ করা উচিৎ তার অন্তর্গত হল—ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্য, উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুলের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তারকারী শিক্ষাসংক্রান্ত ও ভ্রমণ-সংক্রান্ত নানা রচনা যা সৃষ্ট হয়েছে নানাবিধ উন্নয়নশীল ও পুনর্গাঠনিক অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে।

## ২.৭ ❑ সারাংশ ঃ (Summary) :

- জাতীয় সংহতি হলো এমন এক শক্তি যা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে সহন পর্যায়ের মধ্যে থেকে দেশের নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ করে।
- দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়ন, গণতন্ত্রের সাফল্য জাতি তন্ত্রের অবসানের জন্য জাতীয় সংহতি দরকার।

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংহতি গঠনে সমাজবিদ্যার গুরুত্ব অসীম।
- ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ইত্যাদিকে সমাজবিদ্যার অন্তর্ভূক্ত করা দরকার।
- ভারতের ঐতিহ্য, স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি ইতিহাসের মধ্যে থাকবে।
- দেশের জলবায়ু, খাদ্যাভ্যাস, মানচিত্র পাঠ ইত্যাদি ভূগোলের অন্তর্ভূক্ত হওয়া দরকার।
- শিক্ষার্থীদের ভারতীয় সংবিধান, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি পৌরবিদ্যার মাধ্যমে পড়াতে হবে।
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বাজেট ইত্যাদি অর্থনীতিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- জাতীয় সংহতি গঠন করতে উপযোগী শিক্ষণ কৌশল নিতে হবে। যেমন—প্রোজেক্ট, বিভিন্ন কার্যকলাপ, পরিভ্রমণ ইত্যাদি।
- জাতিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় বিবাদ প্রভৃতির মত বিষয়গুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত শক্তি জাগরিত করতে জাতীয় ঐক্য আনতে শিক্ষকের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

## ২.৮ ❑ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress) :

১. জাতীয় সংহতি কাকে বলে ?

২. জাতীয় সংহতির প্রয়োজন কি ?

৩. জাতীয় শক্তি তৈরিতে জাতীয় সংহতির প্রয়োজন আছে কি ?

৪. পৌরবিদ্যার পাঠক্রমে কী কী বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে যাতে জাতীয় সংহতি গড়ে ওঠে ?

৫. "বৈষম্যের মাঝে ঐক্য" হল ভারতের সৌন্দর্য—ব্যাখ্যা করুন।

৬. শিক্ষক কিভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে পারেন ?

৭. জাতীয় সংহতি গঠনে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে ?

## ২.৯ ❑ বাড়ীর কাজ (Assignment) :

ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতির কয়েকটি প্রকল্প, তৈরী করুন যা জাতীয় সংহতি গঠনে সাহায্য করবে।

## ২.১০ ❑ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন ঃ (Points for Discussion and Clarification) :

এককটি পাঠ করে যে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অতিরিক্ত আলোচনার দরকার তা নিচে লিপিবদ্ধ করুন।

২.১০.১ ❑ আলোচনার সূত্রাবলী **(Points for Discussion)** ঃ

২.১০.২ ❑ পরিস্ফুটনের সূত্রাবলী **(Points for Clarification)** ঃ

## ২.১১ ❑ উৎস (Reference) ঃ


1. Clark, L.H. (1973) Teaching Social Studies In Secondary Schools : A handbook. Mac Millan Publishing Co. Line New York.
2. Kaneel, I.L; (1957), Nationalism and Internationalism in Education.
3. Havard Educational Review, Vol. XXVII,
4. Kochhar, S.K. (1990), The Teaching of Social Studies, Sterling Publishers, New Delhi.
5. Mehta T.S. et al (1971) Teaching of Geography and National Integrition National Council of Educational Research and Training, New Delhi.
6. National Curriculum Framework for School Education, 2000, NCERT, New Delhi.
7. National Integration programmes of the Union Ministry of Education (1971), Ministry of Education and Youth Services, Govt. of India, New Delhi.
8. Preston. R.C. (1955), Teaching world understanding, Prentice hall Inc, New Delhi.
9. Tetra, N.V. (1964), National Integration, University Publishers, Jalandhar.


——

# একক ৩ ❑ সমাজবিদ্যার শিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ (Issues in Teaching Practices in Social Studies) :

গঠন

৩.১ ভূমিকা
৩.২ উদ্দেশ্য
৩.৩ শিক্ষণ কাকে বলে ?
৩.৪ শিক্ষণের চলরাশি।
৩.৫ সমাজবিদ্যার শিক্ষণের বিষয়সমূহ।
৩.৬ শিক্ষণ কৌশল।
৩.৭ সারাংশ।
৩.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন
৩.৯ বাড়ীর কাজ
৩.১০ আলোচনা বিষয়বস্তু ও তার পরিস্ফুটন
৩.১০.১ আলোচনার সূত্র
৩.১০.২ ব্যাখ্যার সূত্র
৩.১১ উৎস

## ৩.১ ❑ ভূমিকা (Introduction) :

সমাজবিদ্যা সমাজের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করে। এই বিষয়টি বর্তমান ও অতীত এবং কাছে দূরের স্থান নিয়ে আলোচনা করে। এর পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত কিছু এমন বিষয় আছে যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। ফলে শিক্ষকেরা বিষয়গুলি নিয়ে সমস্যায় পড়েন। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষণ কৌশল নির্বাচন করা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এটি মানুষের সম্পর্ক এবং তার পরিবেশ এবং কেমনভাবে সে তার প্রয়োজনকে চরিতার্থ করছে তা সম্পর্কে জানায়।

বর্তমান এককে আমরা জানতে চেষ্টা করব যে—শিক্ষণ কী ? শিক্ষণের চলরাশি কী কী ?

## ৩.২ ❑ উদ্দেশ্য (Objectives) :

এই এককটি পড়ার পর আপনি জানবেন

(i) শিক্ষণের অর্থ ব্যাখ্যা করা।

(ii) শিক্ষণ-চলরাশি ব্যাখ্যা করা।

(iii) সমাজবিদ্যা শিক্ষণের বিষয়বস্তুকে বোঝা।

## ৩.৩ ❑ শিক্ষণ কাকে বলে? (What is Teaching) :

শিক্ষণ কাকে বলে? —এর উত্তর দেওয়া কঠিন কারণ এর মধ্যে রয়েছে একাধিক আচরণ এবং বিভিন্ন দিক।

নিজের ফাঁকা জায়গায় নিজের ধারণা থেকে সংজ্ঞা দিন—

আপনার উত্তর হয়ত নিচের কোন একটি সংজ্ঞা হবে—

- শিক্ষার্থীদের আচরণের পরিবর্তন সাধন।
- নতুন জ্ঞান সরবরাহ করা।
- একটি মিথষ্ক্রিয় প্রক্রিয়ার উন্নত করা পরিস্থিতি অনুযায়ী বিপুলভাবে পরিচালনা করতে হবে
- নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা দান করতে হবে। শিক্ষণ সমন্ধে ধারণা দিতে আপনি যথাযথ ভূমিকা নেবেন। শিক্ষণ হল সব কিছু আবার তার বেশী কিছু। শিক্ষণ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিজ্ঞানী বলছেন ঃ—

**Morrison (1934)**

Teaching is an intimate Contact between a more mature Personality and a less mature which designed to further the education of the latter.

**Amidon (1976)**

Teaching is defined as an interactive process, primarily involving classroom talk which takes place between teacher and pupils and occurs during definable activities.

**Gage (1964)**

Teaching is a form of interpersonal influence aimed at changing the behaviour potential of another person.

**Smith (1966)**

Teaching is system of action intends to induce learning through interpersonal relationship.

## ৩.৪ ❑ শিক্ষণ চলরাশি (Teaching Variable) :

শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় থাকে তিনটি চলরাশি—

(i) স্বাধীন চলরাশি—শিক্ষক

(ii) পরাধীন চলরাশি—শিক্ষার্থী।

(iii) মধ্যস্থতাকারী চলরাশি—বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনের কৌশল।

**(i) স্বাধীন চলরাশি (শিক্ষক) ঃ**

পরিকল্পনা গঠন, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণের কাজটি শিক্ষক করেন। শিক্ষকের শিক্ষাদানের কাজটির মধ্যে স্বাধীনতা থাকে।

**(ii) নির্ভরশীল চলরাশি (শিক্ষার্থী) ঃ**

শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের পরিকল্পনা ও সংগঠন অনুযায়ী কাজ করতে হয়। শিক্ষার্থী শিক্ষকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করেন।

**(iii) মধ্যস্থতাকারী চলরাশি ঃ (বিষয়বস্তু, শিক্ষণের কৌশল)**

শিক্ষণের বিষয়বস্তু, কৌশল ইত্যাদি হলো মধ্যস্থাতাকারী চলরাশি। এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষক শিক্ষার্থীর মিথষ্ক্রিয়তা।

## ৩.৫ ❑ শিক্ষণের ক্ষেত্রে সমাজবিদ্যার অনুশীলনের শিক্ষণ (Issues in teaching Practices of Social Studies) :

সমাজবিদ্যা শিক্ষণের বিষয়বস্তুগুলি হল—

(ক) পাঠক্রম সংক্রান্ত বিষয়বস্তু।

(খ) শিক্ষণ কৌশল সংক্রান্ত বিষয়বস্তু

### ৩.৫.১ ❑ পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়বস্তু (Issues Related to curriculum (contents) :

আমাদের বিষয়টির প্রকৃতি হল মতানৈক্যতা। আমাদের জ্ঞান সীমিত, জ্ঞানের উৎস ও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ফলস্বরূপ বলা যায় সত্যজ্ঞান উৎভাবন করা কষ্টসাধ্য, এখানে মিথ্যা থেকে সত্য আলাদা হয়ে যায়। যাইহোক বেশীর ভাগ ঘটনা বিশদ্ভাবে না মেনে নেওয়ার জায়গা থেকে শুরু হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনেক সময় ধন্ধের সৃষ্টি করে। বাস্তবে বাস্তবকে গ্রহণ, নির্দেশ এবং প্রকাশ প্রক্রিয়ায় বস্তুগত বিষয়গুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সহজলভ্য তথ্যে পরিভাষা পরিবর্তিত হয় এবং কখনও তা প্রচণ্ড দ্বন্দ্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সমাজ বিজ্ঞানীদের দ্বারা বিষয়বস্তু পঠনের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ভাষান্তর প্রভাবিত হওয়ার একটা কারণ, কিছু সংখ্যক সেটা করে থাকেন বাস্তবে তারা যা চাইছে সেই বাস্তব চিত্রের সাথে বিভিন্ন কারণকে সম্পর্কিত করতে। ফলে, বস্তুগত কারণ ভাষান্তর কারণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরে যা দ্বন্দ্বমূলক বিষয়ের উৎপত্তি ঘটায়।

**কয়েকটি বিতর্কিত বিষয় ঃ**

**ইতিহাস**

1. আর্যদের উৎস।
2. মুঘল সাম্রাজ্যের পতন।
3. ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ
4. ভারতীয় শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে 'Macaulay' এর ভূমিকা
5. ভারতীয় বিদেশ নীতি।
6. CTBT চুক্তি
7. কাশ্মীর বিতর্ক
8. ভারত—পাকিস্তান সীমান্ত বিতর্ক।
9. রামমন্দির-বাবরী মসজিদ ঘটনা।
10. ইসরায়েল—প্যালেস্তাইন সীমান্ত বিতর্ক

**পৌরবিদ্যা ঃ**

(i) দলত্যাগ বিরোধী নীতি
(ii) মহিলা সংরক্ষণ বিল
(iii) সাংবিধানিক সংশোধন।

**অর্থনীতি ঃ**

- আর্থিক উদারনীতি
- বেসরকারীকরণ
- বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা।

### ৩.৫.২ ❑ বিতর্কিত বিষয়সমূহের শিক্ষণ (Teaching Controversial Issues) :

শিক্ষকের উচিৎ বিতর্কিত বিষয়সমূহকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আলোচনা করা। সমাজ বিদ্যার শিক্ষকের উচিৎ, বর্তমান ঘটনাসমূহ আলোচনা করা এবং তার থেকে বাস্তবানুগ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তার পেশায় তাকে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আলোচনা করা উচিৎ এবং সত্যের অনুসন্ধান করা উচিৎ। কোনরকম বিবৃতি ছাড়া বাতাসে বা শূন্যে তার মতামত জ্ঞাপন করা উচিৎ নয়।

**নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করতে পারেন ঃ**

- বিষয়ের উপস্থাপন—শিক্ষার্থীরা যদি নির্দ্বিধায় তাদের জোরালো অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করতে পারে তবে তাদের অভিমতের যথার্থতা জানার জন্য পরীক্ষা বা পুনঃপরীক্ষা করতে পারে। বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিতর্কিত নির্দিষ্ট সূত্রগুলিকে লিপিবদ্ধ করুন।

- সমস্যার বর্ণনা—শিক্ষকের উচিৎ শিক্ষার্থীদের কাছে সমস্যার বর্ণনা ও তার সীমাবদ্ধতা পরিস্ফুট করা।

- তথ্য সংগ্রহ—শিক্ষকের উচিৎ শিক্ষার্থীদের পঠনের জন ্য বিষয় সম্পর্কিত সমস্তরকম তথ্য ও খবরাখবর সংগ্রহ করে রাখা। তিনি প্রচুর তথ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনে সাহায্য করবেন।

- শিক্ষার্থীদের পরামর্শদান—শিক্ষকের উচিৎ বিষয় নির্ধারণে সম্ভাব্য বিভিন্ন সুযোগগুলিকে চিহ্নিত করতে শিক্ষার্থীদের পরামর্শদান করা।

- কারণ এবং ধারণার অনুসন্ধান—শিক্ষকের উচিৎ বিষয়টিকে সহায়তাকারী কারণ এবং ধারণগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করতে সাহায্য করা।

- সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া—শিক্ষকের উচিৎ বিচার ব্যবস্থা স্থগিত রাখা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দান করা।

### ৩.৫.৩ ❑ শিক্ষকের ভূমিকা (Teacher's Role)

বিতর্কিত বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা প্রসঙ্গে মতামত দ্বিধাবিভক্ত। কেউ কেউ মনে করেন যে এক্ষেত্রে শিক্ষকের উচিৎ একজন রাজা অথবা সভাপতি, নিয়ামক হিসাবে বিস্তৃতভাবে ভূমিকা পালন করা। অনেকে মনে করেন যে এক্ষেত্রে শিক্ষকের অনেক বেশি স্পষ্টভাষী ভূমিকা পালন করা উচিৎ। কিন্তু এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটলেই সবচেয়ে ভাল হবে।

শিক্ষকের বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে চরমতম জ্ঞান এবং গবেষণা থাকা উচিৎ। শিক্ষকের তার মত এবং বিশ্বাসের আদর্শে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা উচিৎ নয়। তার এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিৎ যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রমাণের উপর গুরুত্ব দিতে পারবে এবং খোলা মনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় জোর দিতে পারবে। যদি শিক্ষার্থীরা এই প্রসঙ্গে জানতে চায় তবে সব শেষে শিক্ষক তার ব্যক্তিগত অভিমত দিতে পারেন। বিষয়টি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শিক্ষার্থীদের বিষয়টি সম্পর্কে খবরাখবর বিবেচনা করে দেখতে, যথার্থভাবে তথ্য মূল্যায়ন করতে, সূক্ষ্মভাবে ভাবতে এবং সদর্থক মতের উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করবেন।

## ৩.৬ ❑ শিক্ষণ কৌশল সংক্রান্ত বিষয়সমূহ (Issues related to Strategies of Teaching) :

শিক্ষক এমন এক শিখন পরিবেশ রচনা করেন যার মধ্যে দিয়ে আচরণগত পরিবর্তন ঘটে। এর মধ্যে দিয়ে শিক্ষণের উদ্দেশ্য সফল হয়। এর জন্য শিক্ষক উপযুক্ত কৌশল এবং পদ্ধতি নির্বাচন করেন যার মধ্যে থাকবে—

(i) উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল নির্বাচন।

(ii) উপযুক্ত যোগাযোগ কৌশল নির্বাচন।

(iii) উপযুক্ত নির্দেশনামূলক উপকরণ নির্বাচন।

### ৩.৬.১ ❑ যথার্থ শিক্ষণ পন্থা নির্বাচন (Selection of appropriate Teaching Tactics) :

শিক্ষণ পন্থা হল শিক্ষনীয় বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগের পথ। স্টোন্‌স (Stones) এবং মরিস (Morris) [1772] শিক্ষণ কৌশলকে সংজ্ঞায়িত করেন নিম্নলিখিতরূপে—একটি পাঠের সাধারণ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তি ঘটায় গঠন এবং নির্দেশদানের লক্ষ্য এবং পরিকল্পিত পন্থার সীমারেখা রূপে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর ব্যবহারকে যা শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়। পঠন কৌশল হল পাঠক্রমের বৃহত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অংশ বিশেষ।

সমাজবিদ্যা শিক্ষণে সাধারণত বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সমাজবিদ্যা একটি তথ্য ও সংবাদের বিষয়, শিক্ষককে বর্তমান ও অতীতকে যুক্ত করতে হয় যা নির্ভর করে তার জ্ঞান এবং উপস্থাপনের উপর। এই সমস্ত কৌশলের আবার কিছু উপাদান আছে যেগুলির সবকটি না হলেও কয়েকটি বাদ দেওয়া যায়।

### ৩.৬.২ ❑ উপযুক্ত যোগাযোগের কৌশল নির্বাচন (Selection of Appropriate Communication Media) :

কার্যকরী উপস্থাপন বা মিথষ্ক্রিয়তা যোগাযোগের পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। যোগাযোগের মোট দুটি পদ্ধতি—

(i) বাচনিক যোগাযোগ

(ii) লিখিত যোগাযোগ

#### (i) বাচনিক যোগাযোগ (Oral Communication) :

বাচনিক যোগাযোগ পদ্ধতির ভিত্তি হলো শ্রাব্য ও ভাষিক পদ্ধতি শিক্ষক কোন বিষয় সম্বন্ধে যা বলেন তা শিক্ষার্থী রা শোনেন।

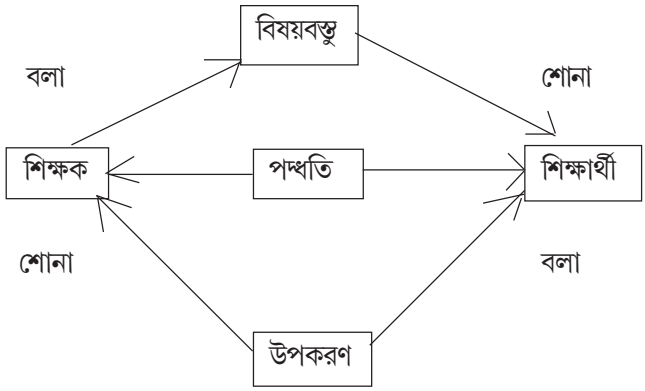


"শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথষ্ক্রিয়তা"

**(ii) লিখিত যোগাযোগ ঃ (Written Communication)**

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মিথষ্ক্রিয়তা চলে লেখা ও বলার মাধ্যমে, এর দ্বারা সমস্যার সঠিক সমাধান হয়।

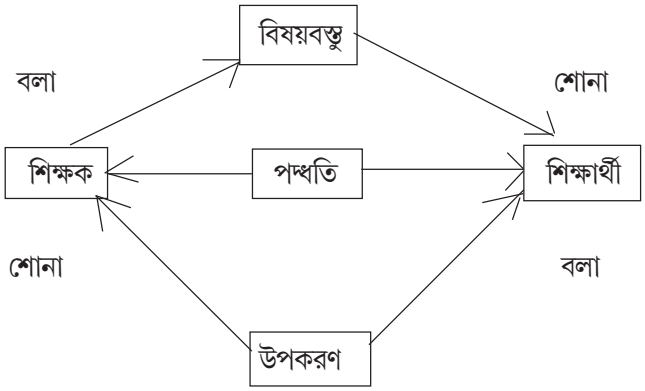


"শিক্ষক—শিক্ষার্থীর মিথষ্ক্রিয়তা"

**৩.৬.৩ ❑ উপযুক্ত নির্দেশনামূলক উপকরণ নির্বাচন (Selection of appropriate Instructional Aids) :**

নির্দেশনামূলক উপকরণের শিক্ষণ কার্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা শিক্ষণকে আকর্ষণীয় করে। এর দ্বারা শিক্ষার্থীকে মনোযোগ ও সক্রিয় করা যায়। বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা যায় তাই তার নির্বাচন পদ্ধতি জটিল। উপকরণ নির্বাচনের নীতিগুলি হলো—

(1) শিক্ষণ-শিক্ষণের উদ্দেশ্য।

(2) শিখণের শর্ত ও কাঠামো।

**(i) শিক্ষণ শিখনের উদ্দেশ্য (Teaching learning objectives) :**

উপকরণ নির্বাচন করার সময় শিক্ষণ-শিখণের উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে করতে হবে। এ প্রসঙ্গে যে সব সমীক্ষা হয়েছে তার থেকে পাওয়া যায়—

**শিক্ষণে প্রদীপন এবং শিক্ষণের উদ্দেশ্য (Teaching Aids and Learning Objectives) :**

| শিক্ষণ প্রদীপণ | Cognitive | শিখন উদ্দেশ্য Affective | Psychomotor |
|---|---|---|---|
| (1) রেডিও | + + + + | + + + + | — — — — |
| (2) রেখা অঙ্কন। | + + + + | + + + + | + + + + |
| (3) রেখা অঙ্কন। | + + + + | — — — — | — — — — |
| (4) স্থির চিত্র। | + + + + | + + + + | + + + + |
| (5) মডেল। | — — — — | + + + + | + + + + |
| (6) চলচিত্র। | + + + + | + + + + | + + + + |
| (7) টি. ভি। | + + + + | + + + + | + + + + |
| (8) মানচিত্র/গ্লোব। | + + + + | + + + + | + + + + |
| (9) শিক্ষামূলক ভ্রমণ। | + + + + | + + + + | — — — — |

**চার্ট—১**

(+) চিহ্ন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সফলতাকে চিহ্নিত করে উপযুক্ত বিশেষ শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহারের দ্বারা এবং (—) চিহ্ন শিক্ষণ বিষয়ে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের বিফলতাকে চিহ্নিত করে।

**শিখণের শর্তসমূহ এবং গঠন (Learning Conditions and Structures) :**

শিখনের গঠনে যথার্থ শর্তসমূহ সৃষ্টির দ্বারাই শিখনের উদ্দেশ্য সার্থক করা যেতে পারে। যেমন যথাযথ শিক্ষণ প্রদীপণ যথার্থ শিখন গঠনকে সহজতর করে। অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত তথ্যই এই দিকগুলিকে পরিচালনা করে যা নিচের তালিকায় সংক্ষেপিত করা আছে। নিম্নলিখিত তালিকায় নির্দেশিত যুক্ত চিহ্নগুলি নির্দিষ্ট শিখন গঠনে নির্দ্দিষ্ট প্রদীপনকে সহজে নষ্ট করে দেয়। নির্দেশিত প্রদীপণের যথাযথ ব্যবহার শিখন উদ্দেশ্য এবং শিখন গঠনের উপর নির্ভর করে।

শিক্ষণ শর্ত ও কাঠামো—(Learning Condition and Structures) :

| শিক্ষণ প্রদীপণ | Signal | Chain | শিখন কাঠামো—Multiple Discrimination | Concept | Principle |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) রেডিও | — — — — | + + + + | — — — | — — — | — — — |
| (2) টেপ রেকর্ডার | + + + + | + + + + | + + + + | — — — | —— — |
| (3) রেখা অঙ্কন। | + + + + | — — — — | + + + + | — — — | — — — |
| (4) স্থির চিত্র। | + + + + | — — — — | — — — | + + + + | + + + + |
| (5) মডেল। | + + + + | + + + + | — — — | — — — | — — — |
| (6) চলচিত্র। | — — — — | + + + + | — — — | — — — | — — — |
| (7) টি. ভি। | — — — | + + + + | — — — | + + + + | — — — — |
| (8) মানচিত্র/গ্লোব। | + + + + | — — — — | — — — — | + + + + | + + + + |
| (9) শিক্ষামূলক ভ্রমণ | — — — — | + + + + | — — — | + + + + | + + + + |

চার্ট ২ :

সমাজপাঠের শিক্ষককে উপকরণ নির্বাচনে সময় শিখন উদ্দেশ্য ও কাঠামো সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে।

## ৩.৭ ❑ সারাংশ (Summary) :

● সমাজবিদ্যা মানুষের সম্পর্ক ও তার পরিবেশ এবং কিভাবে সে তার চাহিদা মেটায় তা নিয়ে আলোচনা করে। এটি অতীত, বর্তমান উভয় সময় নিয়েই কাজ করে এবং স্থান যা কেবলমাত্র কাছাকাছি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলই নয় বিশ্বের বিভিন্ন দিক নিয়েই কাজ করে। এর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কিছু বিষয় যা সবক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন রকম মত প্রদান করে থাকেন।

● শিক্ষণ কৌশল সংক্রান্ত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে—(i) পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়, (ii) শিক্ষণ কৌশল সংক্রান্ত বিষয়।

শিক্ষণ কি? শিক্ষণের চলরাশিগুলি কি কি? সমাজবিদ্যা শিক্ষণ অনুশীলনে বিভিন্ন বিষয়গুলি কি? কিভাবে এই বিষয়গুলিকে কাটিয়ে ওঠা যায়।

## ৩.৮ ❑ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check your Progress) :

(i) শিক্ষণের অর্থ।

(ii) শিক্ষণের চলরাশিগুলির উল্লেখ।

(iii) সমাজবিদ্যা শিক্ষণ অনুশীলনের বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিন।

(iv) শিক্ষকের ভূমিকা।

## ৩.৯ ❑ বাড়ীর কাজ (Assignment) :

সমাজবিদ্যার শিক্ষণের বিভিন্ন চলরাশিগুলি ব্যাখ্যা কর।

## ৩.১০ ❑ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion and Clarification) :

### ৩.১০.১ ❑ আলোচনার সূত্রাবলী (Points for Discussion) :

### ৩.১০.২ ❑ ব্যাখ্যার সূত্রাবলী (Points for Clarification) :

## ৩.১১ ❑ উৎস

1. Teaching of Social Studies—J.C. Agarwal.
2. The Teaching of Social Studies—Kochhar. S.K.

# একক ৪ ❑ নির্দেশনাদানের উপকরণ (Instructional Aids)

গঠন

৪.১ ভূমিকা
৪.২ উদ্দেশ্য
৪.৩ নির্দেশনাদানের উপকরণ অর্থ
    ৪.৩.১ নির্দেশনাদানের উপকরণ কাকে বলে ?
৪.৪ সমাজবিদ্যা শিক্ষণে নির্দেশনাদানের উপকরণের গুরুত্ব।
৪.৫ নির্দেশনাদানের উপকরণের প্রকার ঃ
    ৪.৫.১ ব্ল্যাকবোর্ড
    ৪.৫.২ বুলেটিন বোর্ড
    ৪.৫.৩ নমুনা এবং বিষয়বস্তু
    ৪.৫.৪ মডেল
    ৪.৫.৫ চার্ট
    ৪.৫.৬ চিত্র
    ৪.৫.৭ সময়রেখা
    ৪.৫.৮ লেখচিত্র
    ৪.৫.৯ মানচিত্র
    ৪.৫.১০ ভূগোলক
    ৪.৫.১১ ছবি
    ৪.৫.১২ স্লাইড
    ৪.৫.১৩ ফিল্ম
    ৪.৫.১৪ দূরদর্শন
    ৪.৫.১৫ গণক যন্ত্র
    ৪.৫.১৬ সংবাদপত্র
    ৪.৫.১৭ উৎস
৪.৬ সারাংশ
৪.৭ অগ্রগতির মূল্যায়ন
৪.৮ বাড়ীর কাজ
৪.৯ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন
৪.১০ উৎস

## ৪.১ ❑ ভূমিকা (Introduction) ঃ

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তুলতে শিখন পরিবেশকে বাস্তবমুখী করতে হবে। মানুষ অনুভূতির দ্বারা শিক্ষাগ্রহণ করে। জ্ঞানের প্রবেশপথ হলো অনুভূতি। সমাজবিদ্যা বর্তমান ও অতীতকে যেমন আলোচনা করে তেমনি কাছের ও দূরের প্রান্ত নিয়েও আলোচনা করে। এই সবকিছুকে বাস্তবমুখী করতে নির্দেশনাদানের উপকরণের গুরুত্ব অসীম।

বর্তমান এককটিতে আমরা জানতে চেষ্টা করব যে,—নির্দেশনাদানের উপকরণ কাকে বলে? সমাজপাঠ শিক্ষণে উপকরণের গুরুত্ব কী? নির্দেশনাদানের উপকরণ কত প্রকার?

## ৪.২ ❑ উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ

এককটি পড়ে আমরা জানতে পারব—

- নির্দেশনাদানের উপকরণের অর্থ।
- নির্দেশনাদানের উপকরণের প্রকারভেদ।
- নির্দেশনাদানের উপকরণের গুরুত্ব।
- সমাজপাঠ শিক্ষণে নির্দেশনাদানের উপকরণের বিভিন্ন ব্যবহার।

## ৪.৩ ❑ নির্দেশনাদানের উপকরণের অর্থ (Meaning of Instructional Aids) ঃ

নির্দেশনাদানের উপকরণ শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা দান করে এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। এখন আমরা এর সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করব।

### ৪.৩.১ ❑ নির্দেশনাদানের উপকরণ কাকে বলে? (What is Instructional Aid)

আপনারা নিজেদের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করুন—

আপনাদের দেওয়া সংজ্ঞা নিচে লেখা সংজ্ঞাগুলির সাথে মেলান—

- সেইসব বস্তু যা শিক্ষণকে কার্যকরী করে।
- সেইসব বস্তু যা শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা দান করে।
- যা শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনা দান করে।
- যা শিক্ষার্থীদের ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা দান করে।

এছাড়া আপনারা হয়ত মনে করতে পারেন যে, নির্দেশনাদানের উপকরণ হলো সেই সমস্ত হাতিয়ার যা নির্দেশককে বা শিক্ষার্থীকে তথ্য, দক্ষতা, জ্ঞান, বোধ এবং প্রয়োগক্ষমতা দান করতে সাহায্য করে।

নির্দেশনাদানের উপকরণগুলি শ্রাব্য বা দৃশ্য বা উভয় ধরণের উপকরণ দ্বারা শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করে। এর ফলে শিক্ষা বা জ্ঞান মূর্ততা লাভ করে এবং নির্দেশনাদানের প্রক্রিয়াকে বাস্তব ও জীবন্ত করে তোলে।

## ৪.৪ ❑ সমাজবিদ্যা শিক্ষণে নির্দেশনাদানের উপকরণের গুরুত্ব (Significance of Instructional Aids in Teaching Social Studies) :

নির্দেশনাদানের উপকরণগুলির সমাজবিদ্যা শিক্ষণে গুরুত্ব হলো—

**(i) শব্দের বিকল্প ঃ**

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক যে বক্তৃতা দান করেন তা শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার অতীত। সেই বিষয়গুলিকে শিক্ষার্থীদের কাছে মূর্ত ও জীবন্ত এবং বোধগম্য করতে উপকরণগুলির অত্যন্ত কার্যকরী হয়।

**(ii) পাঠ্যপুস্তকের বিকল্প ঃ**

সমাজ পাঠের অনেক বিষয় বিমূর্ত্ত ধরনের হয়। বিমূর্ত ধারণাগুলির মূর্ততা গঠনে এবং প্রত্যক্ষ ও উদ্দেশ্যমূলক অভিজ্ঞতা দানে এর গুরুত্ব অসীম।

**(iii) স্থায়ী শিখন ঃ**

উপকরণগুলির দ্বারা শিক্ষাদান করলে তা দ্রুত বোধগম্য হয় এবং শিক্ষার্থীদের ধারণা ক্ষমতা বাড়ে, ফলে শিখন স্থায়ী হয়।

**(iv) সমাজবিদ্যা বাস্তব, গুরুত্বপূর্ণ, বিস্তৃত, জীবন্ত ও আকর্ষণীয় হয় ঃ**

সমাজপাঠের শিক্ষণে উপকরণগুলির ব্যবহার বিষয়টিকে যেমন আকর্ষণীয় ও বাস্তবমুখী করে তোলে তেমন তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

**(v) ধারণার বিকাশে, আচরণের উন্নয়নে এবং উপলব্ধি ও আগ্রহের বিস্তৃতি ঘটাতে সাহায্য করে ঃ**

বিভিন্ন নির্দেশনামূলক প্রদীপনের সাহায্যে সত্য ও বাস্তবিকভাবে ঘটনা বর্ণনার সাহায্যে ঘটনার উপস্থাপন করা হয়। তারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার জোগান দেয়। এটি উপলব্ধি ও আগ্রহর বিস্তৃতি ঘটাতে এবং আচরণের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে।

## ৪.৫ ❑ নির্দেশনাদানের উপকরণের প্রকারভেদ (Types of Instructional Aids) :

মূলতঃ নির্দেশনাদানের উপকরণগুলিকে—শ্রাব্য উপকরণ দৃশ্য উপকরণ এবং শ্রাব্য—দৃশ্য উপকরণ—তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

- **শ্রবণযোগ্য উপকরণ (Audio Aids) :**

শ্রাব্য উপকরণ হলো সেইসব উপকরণ যার দ্বারা কোন কিছু শোনা যায় কিন্তু দেখা যায় না। যেমন—রেডিও, টেপরেকর্ডার।

- **দৃশ্য উপকরণ (Visual Aids) :**

যে উপকরণ দ্বারা কিছু শোনা যায় না শুধুমাত্র দেখা যায় তাকে দৃশ্য উপকরণ বলে। যেমন—চিত্র,

- **শ্রাবণযোগ্য—দৃশ্য উপকরণ (Audio Visual Aids) :**

যে সব উপকরণ দ্বারা দেখা ও শোনা—উভয় কাজ করা যায় তাকে শ্রাব্য—দৃশ্য উপকরণ বলে। যেমন—টেলিভিশন, চলচিত্র।

নির্দেশনাদানের উপকরণকে অভিক্ষেপণের ভিত্তিতে দুটি ভাগে বিভক্ত—

**(i) অভিক্ষিপ্ত উপকরণ (Projected Aids) :**

পর্দায় অভিক্ষেপণের দ্বারা যে উপকরণগুলি দেখানো হয়। যেমন—স্লাইড, ফিল্ম ইত্যাদি।

**(ii) অভিক্ষিপ্ত নয় এমন উপকরণ (Non Projected Aids) :**

এগুলি পর্দার সাহায্য ছাড়া ব্যবহার করা এমন উপকরণ। যেমন—ব্ল্যাকবোর্ড, পোস্টার, রেডিও ইত্যাদি।

### ৪.৫.১ ❑ ব্ল্যাকবোর্ড/চক্ বোর্ড (Black Board/Chalk Board) :

অতি প্রাচীন ও অতি ব্যবহারযোগ্য উপকরণ হলো ব্ল্যাকবোর্ড। এর ব্যবহার স্বল্প ব্যয় সম্পন্ন এবং শিক্ষকের বন্ধু। ব্ল্যাকবোর্ডে শিক্ষক কিছু লিখতে, ছবি আঁকতে বা কোন কিছু বিশ্লেষ্ট করতে পারেন।

Box-1

List of items may be presented through Blackboard

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Drawing | 10. | Reviews. |
| 2. | Sketches | 11. | Daily problems. |
| 3. | Maps | 12. | Assigning new problems |
| 4. | Graphs | 13. | Problems to be solved |
| 5. | Diagrams | 14. | Making announcements |
| 6. | Technical Words | 15. | Giving directions |
| 7. | Definitions | 16. | Illustrating procedures |
| 8. | Keywords | 17. | Testing |
| 9. | Outlines | | |

**ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার ঃ (How to Use Black Board) :**

- ব্ল্যাকবোর্ডে পরিষ্কার করে লেখা/আঁকা উচিত।
- সহজ শব্দ ব্যবহার করতে হবে।
- পূর্ব পরিকল্পনা করা দরকার।
- ব্ল্যাকবোর্ড লেখার জন্য চক, রুলার ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।
- রঙিন চক ব্যবহার করা যায়।
- বেশি বা কম আলো যেন না থাকে।
- চিত্র এবং মূল বাক্য/শব্দগুলি বড় করে লিখতে হবে।
- অপ্রাসঙ্গিক লেখাগুলি মুছে দিতে হবে।

### ৪.৫.২ ❑ বুলেটিন বোর্ড (Bulletin Board) :

বুলেটিন বোর্ড কাঠ, মেসোনাইট, ইত্যাদিকে একটি ফ্রেমে লাগিয়ে তৈরী হয়। এর দ্বারা ছবি, চার্ট, পোস্টার ইত্যাদি দেখানো যায়। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বাড়াতে ও তাদের উৎসাহী করতে বুলেটিন বোর্ড কার্যকরী হয়।

Box-2
List of items may be displayed in the Bulletin board

| | |
|---|---|
| 1. Announcement | 11 Graphs |
| 2. Booklets and brochures | 12. Cartoons |
| 3. Bulletins | 13. Pictures |
| 4. Charts | 14. Pamphlets |
| 5. Diagrams | 15. Photographs |
| 6. Posters | 16. Models and specimens |
| 7. Diagrams | 17. Subject outlines |
| 8. Maps | 18. Political Parties in the Country |
| 9. News paper clippings | 19. Elections |
| 10. Drawings | 20. Food |

**বুলেটিন ব্যবহার ঃ**

- নির্দেশনাদানের জন্য উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে।
- বুলেটিন বোর্ডকে আর্কষণীয়ভাবে সাজাতে হবে।
- রঙের যথাযথ ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।
- নির্দেশনাদান করার সময় বুলেটিন বোর্ড ব্যবহার করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের বুলেটিন বোর্ড দেখতে ও অংশগ্রহণ করতে উৎসাহী করতে হবে।

- যথাসময়ে ব্যবহারের জন্য বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করতে হবে।
- গুরুত্ব বিবেচনা করে নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রয়োজনীয় অংশ নির্দিষ্ট করে ব্যাখ্যা করা।

Box-3

Do's for using Bulletin Board

Do capitalise on all bulletin board space in class room.
Do use bulletin board to arouse student interest.
Do use bulletin board to develop subject matter.
Do use bulletin board to follow through other teaching aids.
Do collect suitable material for bulletin board.
Do classify and file material used on bulletin board.
Do use pertiment illustrations.
Do arrange pictures in orderly and interesting manner.
Do create pictures in orderly and interesting manner.
Do create original titles.
Do use colour harmony and balance.
Do caption all illustration.
Do change material frequently.
Do make bulletin board tell a story.
Do make them own bulletin boards if none are availabe.
Do make them large enough.
Do place them where they can be easily seen by all students.
Do experiment with portable bulletin boards.

### ৪.৫.৩ ❑ বস্তু ও নমুনা (Objects and Specimens) :

কোন বিষয়ে নির্দেশনাদান করতে সেই বিষয় সংক্রান্ত একটি বস্তু প্রদর্শন করা হয়। যেমন—দেশ-বিদেশের পতাকা স্ট্যাম্প, টাকা ইত্যাদি।

অন্যদিকে নমুনা হলো কোন কিছুর একটি ছোট অংশ যার ব্যবহার করে মূল বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা যায়।

এই শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলি অত্যন্ত প্রভাবশীল আগ্রহর সৃষ্টি করে যা শিক্ষার্থীদের স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ গন্ধ ও স্বাদ এই পাঁচরকম চেতনাকে জাগরিত করে। পরিচালক তার সমভাবে শিক্ষকের দ্বারা বিভিন্নরকম চেতনাগুলির উন্নয়ন ঘটায়।

### ৪.৫.৪ ❑ মডেল (Models) :

প্রকৃত বস্তুর ত্রিমাত্রিক উপস্থাপন মডেলের দ্বারা করা হয়। যেমন—গণিতে বর্গক্ষেত্র পড়াতে গিয়ে থার্মোকলের তৈরী বর্গক্ষেত্র একটি মডেলের উদাহরণ। এর দ্বারা বিষয়টিকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করা যায়।

মডেল ব্যবহার করার সময় যে গুণগুলি তার থাকা দরকার—সরলতা, উপযোগিতা, ইত্যাদি।

### ৪.৫.৫ ❑ চার্ট (Charts)

চার্ট হলো কোন কিছুর চিত্রিত উপস্থাপন এর দ্বারা একাধিক বিষয়ের মধ্যে বা একই বিষয়ের অন্তর্গত অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করা যায়। এমনকি বিভিন্ন ঘটনার ক্রমিক উপস্থাপন বা কোন প্রক্রিয়া বা কোন ঐতিহাসিক ঘটনার পর্যায়-এর দ্বারা বর্ণনা করা যায়।

Witch and Schullar defined a chart as "Combinations of graphic and pictorial media designed for the orderly and logical visualizing of relationships between key facts or ideas.

চার্টের বিশেষ ভূমিকা হল এটা সর্বদা সম্পর্ককে দেখায় যেমন, কোন তুলনা, আপেক্ষিক পরিমাণ, উন্নয়ন, প্রক্রিয়া, শ্রেণীবিভাগ এবং সংস্থা।

**চার্টের ধরণ (Types of Chart) :**

বিভিন্ন ধরণের যেসব চার্ট ব্যবহার করা হয় তা হলো—

**ট্রি চার্ট (Tree Chart) :**

সাধারণতঃ ঐতিহাসিক ঘটনাকে সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণনা করে ট্রিচার্ট ব্যবহার করা হয়। এর দ্বারা বিবর্তন সম্পর্ক, কোন সাম্রাজ্যের বিকাশ ইত্যাদি দেখানো বা বোঝানো যায়।

**ছক/টেবিল (Tabulation Chart) :**

একটি সম্পূর্ণ বিষয়কে ছকের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। তথ্যগুলিকে সারি, উপসারি, স্তম্ভ বা উপস্তম্ভের দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

নিচের ছকের দ্বারা ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ দেখানো যায়—

| কারণ | ঘটনাবলী | ফলাফল |
|---|---|---|
| রাজনৈতিক<br>অর্থনৈতিক<br>সামাজিক ও ধর্মীয়<br>সাময়িক তাৎক্ষনিক | দিল্লী-বাহাদুর শাহ<br>কানপুর-নানাসাহেব<br>মধ্য দিল্লী-তাঁতিয়া টোপে<br>লক্ষ্ণৌ ঝাঁসী-লক্ষ্মীবাঈ | বাদশা শাসন<br>ভারতীয় স্বাধীনতা<br>আন্দোলনের শুরু। |

এছাড়াও রয়েছে—

**কালক্রম/সময় তালিকা (Cronology/time Chart) :**

এই ধরনের তালিকা একটা কালনির্ঘন্টের কাঠামো পেশ করে যার মধ্যে না না ঘটনা এবং উন্নতির তথ্য নথিভুক্ত করা যায়। এই ধরনের তালিকা ছাত্রদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা গড়ে তোলে এবং

সময়ের সাথে সময়ের সম্পর্ক বুঝতে ও দেখাতে সাহায্যে করে। রাজনৈতিক উন্নতি, সাংস্কৃতিক উন্নতি ও ধর্মীয় ইত্যাদি অতি সহজে কালক্রম তালিকার সাহায্যে দেখানো যায়।

**নির্দেশক চিত্রলেখ (Flow Charts) :**

এই চিত্রলেখ উপস্থাপিত হয়—আয়তক্ষেত্র, রেখা এবং কখনো কখনো তীর চিহ্ন ও বৃত্ত বা গোল দিয়ে দলের সাথে কার্যকরী সম্পর্ককে দেখিয়ে। রেখা, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত অথবা অন্যান্য রৈখিক উপস্থাপনা সংযোগ সাধন করে রেখা দ্বারা গতির দিক নির্দেশনার মাধ্যমে। এই চিত্রলেখগুলি ভালভাবে উপযুক্ত হয় কার্যকরী সম্পর্কগুলি দেখাতে যেমন নগর প্রশাসন সংস্থার সাথে কার্যনির্বাহ বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগের সম্পর্ক, কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন শাসকের সাথে সম্পর্ক, কিভাবে সরকার অর্থ আয় ও ব্যয় করছে ইত্যাদি।

## ৪.৫.৬ ❑ চিত্র (Diagrams) :

চিত্র বা Diagram কাকে বলে? এই প্রসঙ্গে Webster বলেন যে— "Any line drawing made for mathematical or scientific purposes, a mechanical drawing or geometrical figure" চিত্রের ব্যবহার মূলতঃ সংক্ষিপ্তকরণ এবং পুনরালোচনার জন্য করা হয়। চিত্রের ব্যবহার অন্যান্য উপকরণের সাথে ব্যবহার করা উচিত।

Wittch and Schullar defined diagram as "a simplified drawing designed to show interrelationships primarily by means of times and symbol".

### ৪.৫.৭ ❑ সময় রেখা (Line times) :

সময় ভিত্তিক ক্রমিক ঘটনাবলী বর্ণনা করতে সময়রেখা ব্যবহৃত হয়। অনুভূমিক বা উলম্ব অক্ষে দেখানো হয় এবং ঘটনাবলী সেই রেখার দ্বারাই দেখানো হয়।

সময় রেখা অনেক ধরণের হয় যেমন—Progressive Line, Regressive Line, Pictorial Line এবং Comparative time line.

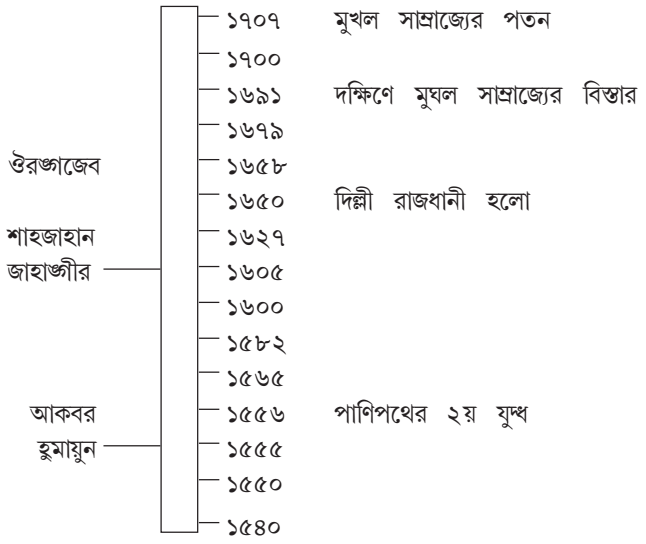

### ৪.৫.৮ ❑ গ্রাফ (Graph)

গাণিতিক তথ্যকে বিন্দু, রেখা ইত্যাদির দ্বারা যে উপকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তা হলো গ্রাফ। তুলনামুলক আলোচনার জন্য এর ব্যবহার কার্যকরী হয়। আকর্ষণীয় গ্রাফ দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করা যায়। অনেক ধরণের গ্রাফ আছে—

- রেখাচিত্র
- দণ্ডচিত্র
- পাই চিত্র
- পিকটোরিয়াল চিত্র
- **রেখাচিত্র (Line Graph) :**

যখন কোন তথ্যকে মাস/বছর/দিনের সাপেক্ষে প্রকাশ করা হয় তখন রেখাচিত্রের ব্যবহার করা হয়। অনুভূমিক অক্ষে সময়কাল ও উল্লম্ব অক্ষে তথ্য প্রকাশ করা হয়। নিচের রেখা চিত্রের দ্বারা ২০০০ সালের ১২ মাসের বৃষ্টিপাত দেখানো হয়েছে—

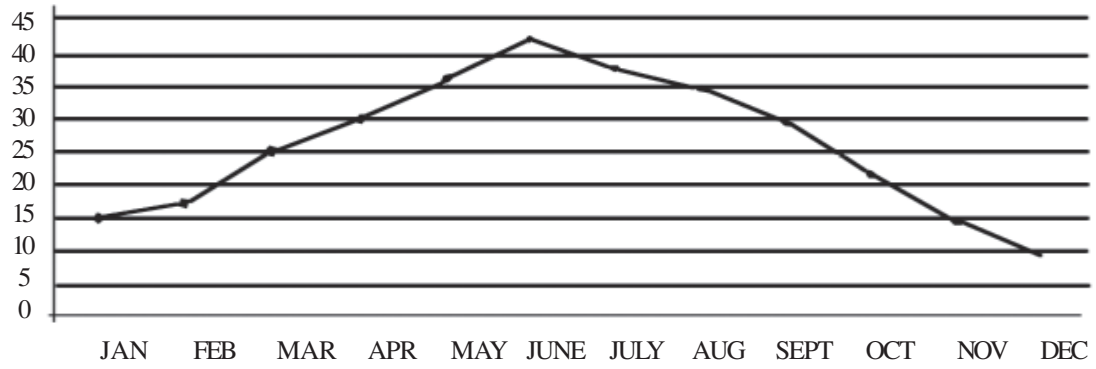


- **দণ্ডচিত্র ঃ (Bar Graph) :**

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তথ্যকে যখন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আয়তকার দণ্ডের দ্বারা প্রকাশ করা হয় তখন তাকে দণ্ডচিত্র বলে। এর দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনা করতে সুবিধা হয়। নিচের দণ্ড চিত্রে ২০০০ সালের ১২ মাসের বৃষ্টিপাত দেখানো হয়েছে—

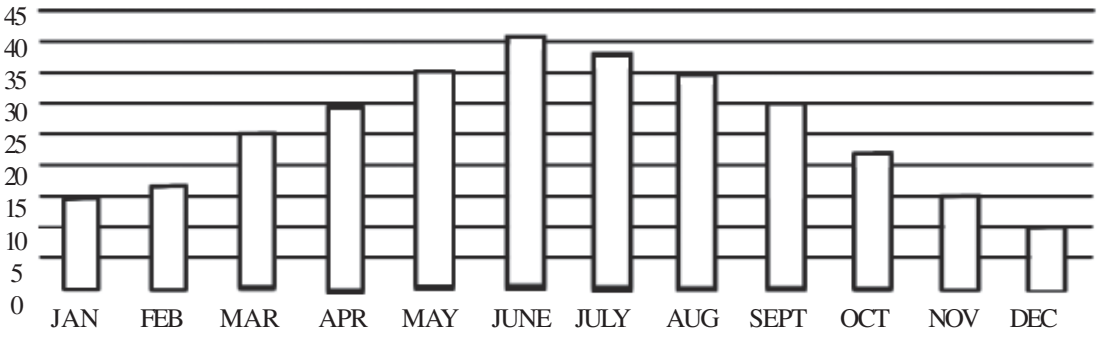

### বৃত্ত বা পাই চিত্র (Circle or Pie Graph)

এই লেখচিত্রটি একটি বৃত্তের দ্বারা উপস্থাপিত হয়। সমগ্রের আংশিক ভাগ হিসাবে এর অংশগুলিকে সমগ্রের আংশিক ভাগ হিসাবে এর অংশগুলিকে উপস্থাপন করা হয়। বিভিন্ন তথ্য যেমন একটি দেশ বা রাজ্য বা পৌরসভার নানা বিষয়ের আয়ব্যয়ের জন্য বন্টিত অর্থ, পন্নতবার্ষিকী পরিকল্পনায় নানা বিষয়ের উপর বন্টিত অর্থ, নানা খাতে বন্টিত অর্থ বৃত্ত চিত্র দ্বারা উপস্থাপন করা হয়। নিম্নস্থিতি চিত্রটি ২০০০ সালে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বন্টিত অর্থের একটি চিত্র দেখাচ্ছে।

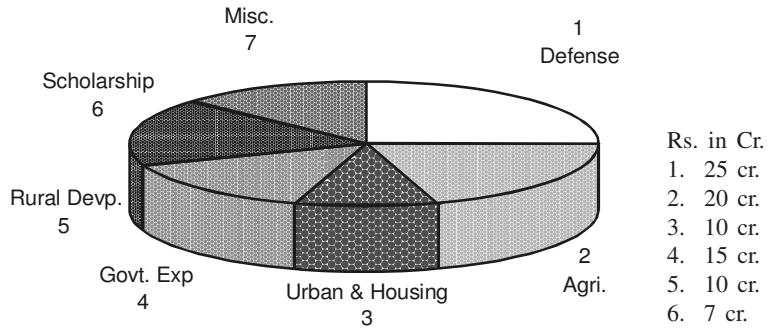


### চিত্রসংক্রান্ত রেখাচিত্র (Pictorial Graph) :

ধারণার প্রকাশ ঘটাতে চিত্রের ব্যবহার হয়। চিত্রের আকার অথবা সংখ্যা আনুপাতিক পরিমাণকে প্রকাশ করে। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহকে জাগরিত কর।

### ৪.৫.৯ ❑ মানচিত্র (Maps) :

ওয়েবস্টারের (Webster's) অভিধান মানচিত্রকে সংজ্ঞারিত করেছেন, "স্কেল অথবা পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন অংশের উপস্থাপন, আকার ও অবস্থানের সম্পর্ক দেখানো, পৃথিবীর অথবা তার কিছু অংশের উপরিতলের উপস্থাপন (সাধারণত সামতলিক ক্ষেত্র)।" "a representation [usually on a flat surface) of the surface of the earth or of some part of it, showing the relative size and position, according to some scale or projection of the ports represented.")

এটি হল পৃথিবীর উপরিতলের সামতলিক উপস্থাপন যা রং, শব্দ, চিহ্ন, রেখা দ্বারা তথ্য প্রদান করে থাকে।

সমাজবিদ্যা শিক্ষণের জন্য মানচিত্র গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীর স্থান এবং সময় হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় যা সমাজবিদ্যার শিক্ষকের সঙ্গে জড়িত। মানচিত্রের সাহায্যেই সমাজবিদ্যার শিক্ষক দেশগুলির যুক্তিসংগত আকার এবং দূরত্ব, জলবায়ু, বিভিন্ন জাতির মানুষ, বিভিন্ন প্রকার পাথর ও খনিজ শহরগুলির তুলনামূলক আকার ইত্যাদি খুব পরিষ্কারভাবে দেখানো যেতে পারে। যাইহোক, এটা অত্যন্ত জরুরী

যে শিক্ষার্থীদের মানচিত্র পড়তে শেখা উচিৎ। তারা অবশ্যই প্রাকৃতিক প্রকৃতি অনুযায়ী মানচিত্রের রেখা, চিহ্ন এগুলিকে পড়তে সক্ষম হবে।

**মানচিত্রের প্রকার (Types of Maps)**

শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী মূলত চার ধরনের মানচিত্র হয়।

**(ক) প্রাকৃতিক মানচিত্র (Physical Maps)**

পৃথিবীর প্রাকৃতিক ঘঠনাগুলিকে এই মানচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়। পৃথিবীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য যেমন সমুদ্র, পর্বত, খনি, মৃত্তিকা ইত্যাদি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে এই মানচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়ে থাকে। এটি আরও দেখায় আবহাওয়া, প্রাকৃতিক সজ্জী বা ফসল এবং বিশেষ তথ্য যেমন অক্ষাংশ, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত ইত্যাদি।

**(খ) রাজনৈতিক মানচিত্র (Political Maps)**

এই মানচিত্র দেখায় জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পরিসীমা, জাতীয় ও রাজ্যের রাজধানী, গুরুত্বপূর্ণ শহর ও নগর, পরিবহন (রেলপথ, স্থলপথ, বিমানপথ, জলপথ) ইত্যাদি।

**(গ) বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক মানচিত্র (Commercial and Economic Maps)**

এই মানচিত্র ভূমির ক্ষেত্রের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে দেখায়। এই মানচিত্র অন্তর্ভুক্ত তথ্যকে প্রাকৃতিক মানচিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে বিশেষত যখন এই তথ্য অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

**(ঘ) বন্ধুর মানচিত্র (Relief Maps)**

এই ধরনের মানচিত্র একটি স্থানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের নমুনাকে উপস্থাপিত করে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ সংক্রান্ত মানচিত্রে শিক্ষার্থীরা সম ব্যবধানে স্থাপিত সমোন্নতি রেখাবলী-সংবলিত নকশা দেখতে পারে এবং তাদের বাস্তব ধারণার উন্নতি ঘটাতে পারে যা কেবলমাত্র সমতল মানচিত্র অপেক্ষা এই মানচিত্রের মাধ্যমেই সম্যকভাবে পাওয়া যায়। বিষয়ের উপর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সরাসরি প্রভাবকে তারা ব্যবহার করতে পারে।

মানচিত্রের এই গঠনের মাধ্যমে তারা প্রধানত বিভিন্ন প্রকারকে অনুসরণ করতে পারে।

**(ঙ) চক্ বোর্ড পরিসীমা মানচিত্র (Chalk board outline Maps)**

এই ধরনের মানচিত্রর মূলত স্থান বা ভূমি এবং জলতলের পরিসীমা ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে

ব্যবহার হয় না। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য বিস্তৃত বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত হয় (উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমাদের দেশের মানচিত্রে রাজ্যের স্থান)। চকবোর্ডে এই মানচিত্রকে নির্দেশিত করা হয় অথবা কার্ডবোর্ড বা পাতলা কাঠে নকশা প্রস্তুতিতে তাড়াতাড়ি পরিসীমা রেখায়িত করা হয়।

**(চ) প্রোজেক্টেড মানচিত্র বা অভিক্ষেপ (Projected Maps)**

অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় আলোবিকিরণকারী যন্ত্রের স্লাইড, ফিল্ম, স্ট্রিপ, আলোকভেদ্য বিষয় অথবা উপাদানের মাধ্যমে মানচিত্রে প্রদর্শন করা সম্ভব যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী পরিষ্কারভাবে তা দেখতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় দেখানো মানচিত্রের গঠনের বিষয়ের উপর কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

**(ছ) সমতল মানচিত্র (Flat Maps)**

গোলীয় পৃথিবীর উপর সমতালিক ক্ষেত্রকে এই মানচিত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সেগুলি বিভিন্ন বিষয়সংক্রান্ত হতে পারে। যেমন রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, তাপমাত্রা সংক্রান্ত, রাস্তাঘাট সংক্রান্ত ইত্যাদি।

**(জ) মানচিত্রাবলী (Atlas)**

এটি হল অনেকগুলি মানচিত্রের সংগ্রহ এবং ভৌগোলিক বিষয়ের নকশা যা ব্যক্তিগতভাবে সুবিধালাভের জন্য শিক্ষার্থীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

**৪.৫.১০ ❑ গ্লোব (Globes) :**

বিশ্বের ত্রিমাত্রিক মডেল হলো গ্লোব। এর আকৃতি পৃথিবীর ন্যায় গোলাকার এবং দেশ, নদী, সমুদ্র ইত্যাদিকে যথাযথভাবে দেখানো হয়, অবস্থান বা সমুদ্র ও মহাসমুদ্রের অবস্থান জানতে এর ব্যবহার করা হয়।

**৪.৫.১১ ❑ চিত্র (Picture) :**

চিত্রের দ্বারা সমাজপাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তু, স্থান, ব্যক্তিকে দেখানো যায়, বিমূর্ত ধারণা মূর্ত করতে চিত্র সাহায্য করে। বিশেষতঃ ইতিহাস ও ভূগোল পড়াতে এর ব্যবহার আবশ্যিক

**৪.৫.১২ ❑ স্লাইড (Slides and film strip)**

বিভিন্ন দৃশ্য উপকরণ যেমন—ছবি, কার্টুন, চার্ট, মানচিত্র বা টেবিল ইত্যাদি প্রদর্শন করতে স্লাইড ব্যবহার করা হয়। এদের ব্যবহার হলো ব্যয় সাপেক্ষ। আংশিকভাবে অন্ধকার শ্রেণীকক্ষে এর ব্যবহার করতে হয় যাতে আলো না যায়। উদাহরণ স্বরূপ—ইতিহাস পড়াতে মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা সভ্যতা, মৌর্য-শিল্প, ইত্যাদির স্লাইড ব্যবহার করা যায়।

**৪.৫.১৩ ❑ ফিল্ম (Films) :**

ফিল্ম হলো মানুষের সম্পর্ককে নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করার উপায়, যা আবেগের সৃষ্টি করে। অর্থবহ অভিজ্ঞতা দান করে শিখনকে উন্নত করে। বর্তমান, অতীতকে ফিল্মের দ্বারা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা যায়।

ফিল্মের ব্যবহারের দক্ষতা নির্ভর করে অভিক্ষেপন যন্ত্রের ব্যবহারের উপর। ফিল্ম দেখানোর পূর্বে শিক্ষকের যথাযথ পরিকল্পনা জরুরী এবং তাকে জানতে হবে কোন বিষয়ের জন্য কোন ধরণের ফিল্ম ব্যবহার করতে হবে।

**৪.৫.১৪ ❑ দূরদর্শন (Television) :**

বর্তমানে টেলিভিশনকে নির্দেশনার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। টেলিভিশনে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। IGNOU পরিচালিত—'জ্ঞান দর্শন', নামে একটি চ্যানেল প্রচারিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে 'জী টি ভি' সমাজপাঠ শিক্ষণ সংক্রান্ত একটি চ্যানেল চালু করেছে।

শ্রেণীকক্ষে টি. ভি.-এর সাথে VCP/VCR সংযুক্ত করে নির্দেশনাদান করা যায়। বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক বিবরণ বা বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদার্থের নমুনা বা ঘটনা এর দ্বারা দেখানো যায়।

**৪.৫.১৫ ❑ গণন যন্ত্র (Computer) :**

বর্তমানে সবচেয়ে কার্যকরী উপকরণ হলো কম্পিউটার। এর দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়বস্তুকে Compact Disk বন্দী করে কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা যায়। কম্পিউটারের মাধ্যমে 'INTERNET' ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে নতুন তথ্য ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা যায়।

**৪.৫.১৬ ❑ বেতার (Radio) :**

সর্বভারতীয় বেতার প্রচারকে শিক্ষামূলক উপকরণরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। বেতারের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠানের সম্প্রচার শিক্ষার্থীদের শিখনে সাহায্য করে। এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান বা বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো যায়। এর দ্বারা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত অনুষ্ঠান প্রচার করে শিক্ষাদান করা যায় যা শ্রেণীশিক্ষণের চেয়ে অনেক সময় বেশি কার্যকরী হয়।

**৪.৫.১৭ ❑ সংবাদপত্র (News Paper) :**

সংবাদপত্রের দ্বারা শিক্ষার্থীদের কার্যকরী শিক্ষাদান করা যায়। এর দ্বারা ঘটমান বিষয় শিক্ষার্থীরা জানতে পারে এবং পুরানো সংবাদপত্র সংগ্রহ করে পূর্বের ঘটনা ও তথ্য সম্পর্কে তারা জানতে পারে। এর দ্বারা নতুন আবিষ্কার, নতুন ঘটনা, দেশীয় ও বিদেশী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা অবহিত হতে পারে।

### ৪.৫.১৮ ❑ সহায়ক গ্রন্থ (Reference book) :

শিক্ষক বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থ পত্রিকা, ইয়ারবুক, সরকারী সমীক্ষার রিপোর্ট ইত্যাদি শিক্ষণে সহায়ক উপকরণরূপে ব্যবহার করতে পারে। এর দ্বারা যে তথ্য ও জ্ঞান শিক্ষক পান তা তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চার করতে পারেন।

## ৪.৬ ❑ সারাংশ (Unit Summary) :

- নির্দেশনাদানের উপকরণ হলো সহায়ক উপকরণ যার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা তথ্য, বোধক্ষমতা সঞ্চার করা যায়।
- শিক্ষার্থীদের ইন্দ্রিয়গত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা দান করে।
- মূলতঃ তিন ধরণের উপকরণ আছে—শ্রাব্য, দৃশ্য ও শ্রাব্য-দৃশ্য।
- অপর একটি উপকরণের শ্রেণীবিভাগ হলো—অভিক্ষিপ্ত ও অভিক্ষিপ্ত নয় এমন উপকরণ।
- নির্দেশনাদানের উপকরণগুলি হলো—ব্ল্যাকবোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, চার্ট, নমুনা, মডেল, ছক, গ্রাফ ইত্যাদি।
- রেডিও, টেপরেকর্ডার হলো শ্রাব্য উপকরণ।
- টেলিভিশন, ফিল্ম হলো শ্রাব্য-দৃশ্য উপকরণ।

## ৪.৭ ❑ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress) :

(i) কেন সমাজবিদ্যা শিক্ষণে নির্দেশনাদানের উপকরণ প্রয়োজন হয়?
(ii) নির্দেশনাদানের উপকরণের শ্রেণীবিভাগ কী কী?
(iii) ব্ল্যাকবোর্ড ও বুলেটিনবোর্ডের গুরুত্ব কী?
(iv) সমাজবিদ্যা শিক্ষণে কী ধরণের মডেল ব্যবহৃত হয়?
(v) রেডিও, টিভি, ফিল্ম, ছবির-উপকরণ হিসাবে গুরুত্ব কী?
(vi) সমাজবিদ্যা শিক্ষণে কম্পিউটারের গুরুত্ব কী?

## ৪.৮ ❑ বাড়ীর কাজ (Assignment) :

নবম শ্রেণীর উপযুক্ত একটি বিষয় নির্বাচন করে মানচিত্র এবং সময় রেখার সাহায্যে তার উপস্থাপন করুন।

## ৪.৯ ❑ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion/ Clarification) :

### ৪.৯.১ ❑ আলোচনার সূত্রাবলী ঃ (Points for Discussion)

### ৪.৯.২ ❑ ব্যাখ্যার সূত্রাবলী (Points for Clarification) :

## ৪.১০ ❑ উৎস (Reference) :


1. Clark, L.H. (1973) Teaching Social studies in secondary schools : A Handbook, Macmillan Publishing Co. New York.
2. Dale, I, (1969) Audiovisual Methods in Teaching. Rinehart and Winston, Inc. New York.
3. Hass, K.B. and Packer, H.Q. (1955) Preparation and Use of Audio-visual Aids, Prentice Hall, New York.
4. Knowtton. D.C. (1925) Making History Graphic, Scribner, New York.
5. Kochar, S.K. (1990) The Teaching of Social Studies, Sterling Publishers, New Delhi.
6. Wittch, W.A. and Schullar, C.F. (1957) Audio-Visual Materials, Harper & Brothers, New York.

## একক ৫ ❑ সমাজবিদ্যার মূল্যায়ন (Evaluation in Social Studies) :

গঠন


৫.১ ভূমিকা

৫.২ উদ্দেশ্য

৫.৩ মূল্যায়নের সংজ্ঞা

- ৫.৩.১ মূল্যায়ন কাকে বলে ?
- ৫.৩.২ পরিমাপ ও মূল্যায়নের পার্থক্য

৫.৪ সু-মূল্যায়নের নীতি।

৫.৫ সমাজবিদ্যার কার্যকারী মূল্যায়ন পদ্ধতির বিকাশ।

৫.৬ কিভাবে সমাজবিদ্যা মূল্যায়ন করা যায় ?

৫.৭ সমাজবিদ্যা মূল্যায়নে কৌশল সমূহ—

- ৫.৭.১ মৌখিক পরীক্ষা
- ৫.৭.২ রচনাধর্মী পরীক্ষা
- ৫.৭.৩ সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী পরীক্ষা।
- ৫.৭.৪ নৈর্ব্যক্তিক

৫.৮ বিভিন্ন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

- ৫.৮.১ সঠিক উত্তর নির্বাচন।
- ৫.৮.২ সত্য না মিথ্যা।
- ৫.৮.৩ একটির সাথে অপরটি মেলাও।
- ৫.৮.৪ ক্রমিক পরীক্ষা
- ৫.৮.৫ শ্রেণীকরণ পরীক্ষা
- ৫.৮.৬ সম্পূর্ণকরণ পরীক্ষা
- ৫.৮.৭ স্মরণ করার পরীক্ষা

৫.৯ এককের সংক্ষিপ্তসার

৫.১০ অগ্রগতির মূল্যায়ন

৫.১১ বাড়ীর কাজ

৫.১২ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

৫.১৩ উৎস

## ৫.১ ❑ ভূমিকা (Introduction) :

মূল্যায়ন শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মূল্যায়ন ছাড়া শিক্ষা অসম্পূর্ণ। এর দ্বারা বোঝা যায় যে আমরা কী অর্জন করেছি এবং কী অর্জন করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষাস্তরের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য থাকে। মূল্যায়ন দ্বারা বোঝা যায় যে সেইসব উদ্দেশ্যগুলি কতটা অর্জিত হয়েছে?

## ৫.২ ❑ উদ্দেশ্য (Objectives) :

বর্তমান এককটি পড়ে আমরা জানতে পারব—
মূল্যায়নের অর্থ
পরিমাপ ও মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য
সুমূল্যায়নের নীতিগুলির বর্ণনা
মূল্যায়নের জন্য কার্যকরী পরিকল্পনার মূল্যায়ন
কিভাবে সমাজবিদ্যার মূল্যায়ন করা যাবে
সমাজবিদ্যার মূল্যায়নে ব্যবহৃত কৌশলগুলির বর্ণনা
বিভিন্ন রকম পরীক্ষার বর্ণনা

## ৫.৩ ❑ মূল্যায়নের সংজ্ঞা ঃ (Defining evaluation) :

মূল্যায়নের প্রকৃত সংজ্ঞা আমাদের অনেকেরই জানা নেই।
আপনাদের নিজেদের ধারণা থেকে মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিতে পারেন—

### ৫.৩.১ ❑ মূল্যায়ন কাকে বলে? (What is evaluation) :

নিচের অংশে আপনার নিজের দেওয়া সংজ্ঞাটি লিখুন।

আপনার দেওয়া সংজ্ঞাকে নিচের সংজ্ঞাগুলির সাথে মিলিয়ে দেখুন—

- পরীক্ষা পরিচালনা করা।
- পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের গ্রেড দান করা।
- বিভিন্ন প্রতিযোগিতা সংগঠন করা।
- প্রশ্নাবলী প্রস্তুতকরণ।
- একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া।
- তথ্যসংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দান।
- প্রতীকের চিহ্ন।
- নির্দেশনার উদ্দেশ্যগুলির সাফল্য
- 'কতটা ভাল' প্রশ্নের এটি উত্তর—

**DEFINITION OF EVALUATION**

**Wiles**

Evaluation is a process of making judgments that are to be used as a basis for planning. It consists of establishing goals, collecting evidence concerning lack of growth towards goals, making judgments about the evidence, and revising procedures and goals in the light of judgments. It is a procedure for improving the product, the process, and even the goals themselves.

**Clara M. Brown**

Evaluation is essential in the never–ending cycle of formulating goals, measuring progress towards them and determining the new goals which merge as a result of new warnings. Evaluation involves measurement, which means objective quantitative evidence. But it is broader than measurement and implies that considerations have been given to certain values, standards and that interpretation of the evidence has been made in the light of the paticular situation.

**National Curriculum Framework For School Education 2000**

Evaluation is a systematic process of collecting, analyzing and interpreting evidences of students progress and achievement both in cognitive and non-cognitive areas of learning for the purpose of taking variety of decisions.

মূল্যায়ন শব্দটির অর্থ জানতে হলে যে শব্দটির অর্থ জানা জরুরী সেটি হলো পরিমাপ। কিন্তু শব্দ দুটির অর্থ এক নয়। এদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। আমরা যখন বলি যে একটি নবজাত শিশুর ওজন ৩ কেজি,—এর অর্থ পরিমাপ। কিন্তু আমরা যখন বলি যে নবজাত শিশুটির ওজন ভালো—তখন এটি মূল্যায়ন কে নির্দেশ করে।

পরিমাপ হলো এমন এক প্রক্রিয়া যার দ্বারা একজন ব্যক্তির একটি নির্দ্দিষ্ট বৈশিষ্টের গাণিতিক তথ্য প্রকাশ পায়।

মূল্যায়ন হলো তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা দানের প্রক্রিয়া যার দ্বারা একজন শিক্ষার্থী কতটা নির্দেশনার উদ্দেশ্য অর্জন করেছে তা নির্ধারণ করা হয়।

শিক্ষাগত মূল্যায়ন কে উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিখন, এক মূল্যায়ন পদ্ধতির সম্পর্কের দ্বারা উপস্থাপন করা যায়।

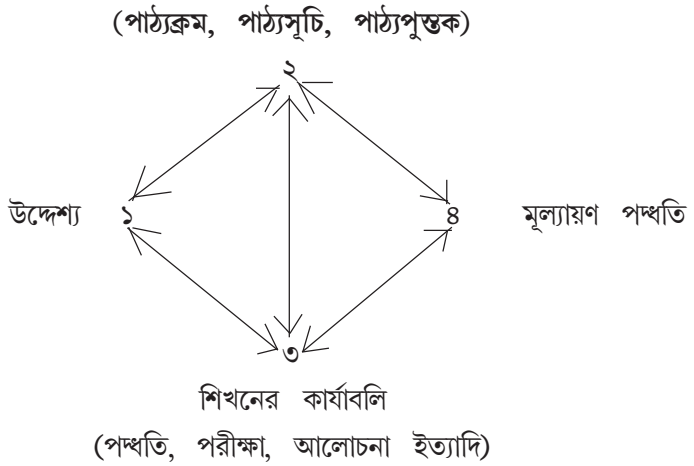


## ৫.৩.২ ❑ মূল্যায়ন ও পরিমাপের পার্থক্য (Difference between measurement and evaluation)

| পরিমাপ | মূল্যায়ন |
|---|---|
| (1) একটি সংকীর্ণ ধারণা | (1) একটি ব্যাপক ধারণা |
| (2) শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র পরিমাণগত বিবরণ দেয় | (2) পরিমাণগত ও গুণগত বিবরণ দেয়। |
| (3) সংখ্যা নিয়ে বিচার করে। | (3) মাত্রা নিয়ে বিচার করে। |
| (4) মূল্যায়ন বিচারকরণ করে না। | (4) মূল্যমান বিচারকরণ করে। |

## ৫.৪ ❑ সুমূল্যায়নের নীতি (Principles of good evaluation) :

কোন কিছু মূল্যায়ন করার সময় যে নীতিগুলি মেনে চলা উচিত সেগুলি হলো—

(i) মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি যেন শিক্ষাস্তরের উদ্দেশ্যের সাপেক্ষে করা হয়।

(ii) মূল্যায়ন যেন সম্পূর্ণ শিখনের সাপেক্ষে করা হয়।

(iii) মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি যেন একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হয়।

(iv) মূল্যায়ন যেন নির্দেশনার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে।

(v) মূল্যায়ন যেন একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া হয়।

(vi) মূল্যায়ন করার কৌশলগুলি যথাযথভাবে নির্বাচিত হয়।

(vii) মূল্যায়ন প্রক্রিয়া যেন শিক্ষণের অতীত হয়।

## ৫.৫ ❑ সমাজবিদ্যার কার্যকারী মূল্যায়ন পদ্ধতি (Developing an effective Programme for Social Studies) :

উন্নয়নের জন্য সমাজবিদ্যার একটি কার্যকরী কর্মসূচী গঠন করতে শিক্ষকের যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে সেগুলি হলো—

(১) সমগ্র বিষয়ের নিরিখে সমাজবিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্য

(২) বিষয়গুলি শিখন অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়নের পারস্পরিক সম্পর্ক।

(৩) মূল্যায়নের বিভিন্ন উদ্দেশ্য। যেমন, সনাক্তকরণ, পরামর্শদান, মাত্রা নির্ণয় এবং শ্রেণী বিভাজন ইত্যাদি।

(৪) মৌলিক তত্ত্ব এবং পরিমাণ পদ্ধতি

(৫) মূল্যায়নের কৌশল—তাদের প্রস্তুতি ও ব্যবহার।

(৬) নীচের প্রক্রিয়াটি শ্রেণীকক্ষে ফিডব্যাক পেতে ব্যবহার করা হয়—

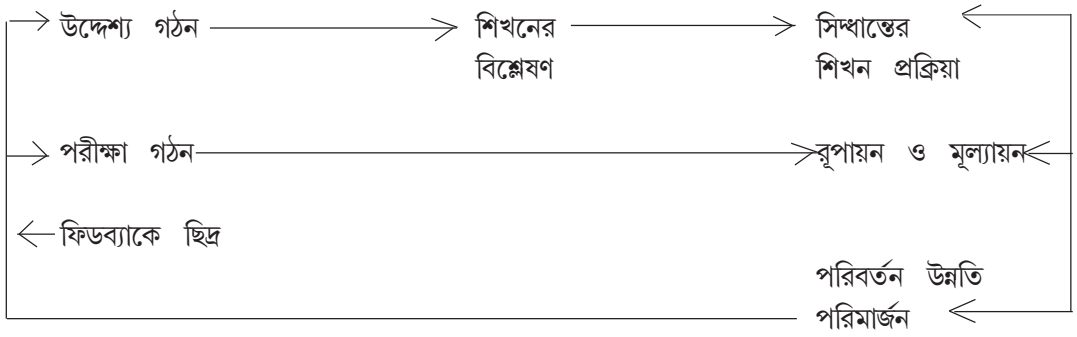


## ৫.৬ ❑ সমাজবিদ্যার মূল্যায়ন কিভাবে করা যায়? (How to evaluate in Social Studies?)

সমাজবিদ্যার লক্ষ্য হলো শিশুর মধ্যে সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটানো যাতে তারা সমাজ জীবনে কার্যকরী ভাবে অংশ নিতে পারে। এর অর্থ হলো শিশুর মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন আনা সমাজবিদ্যার মূল কাজ। সেই কারণে সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন অত্যন্ত দরকারী যার দ্বারা বোঝা যাবে যে শিশুর মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

সমাজবিদ্যার মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটির মধ্যে যে উপাদানগুলি থাকা দরকার সেগুলি হলো—

(১) পরীক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞান।

(২) সমাজবিদ্যার লক্ষ্য সাধনকারী বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গুণাবলীর পরীক্ষা।

(৩) মনোভাব ও উৎসাহের পরীক্ষা।

## ৫.৭ ❑ সমাজবিদ্যার মূল্যায়নের কৌশল (Techniques of evaluation in Social Studies) :

মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় যেসব কৌশলগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি হলো—(১) মৌখিক পরীক্ষা

(২) রচনাধর্মী পরীক্ষা

(৩) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী পরীক্ষা

(৪) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

### ৫.৭.১ মৌখিক পরীক্ষা (Oral test) :

মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা সমাজবিদ্যার একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানের গভীরতা এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা যাচাই করা যায়, কিন্তু এই পরীক্ষা পদ্ধতির যে কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে তা হলো—সময় সাপেক্ষ, ব্যক্তি নির্ভর, তাৎক্ষনিকভাবে যাচাই করা পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হয়।

সীমাবদ্ধতা :

- এটা সময় সাপেক্ষ।
- এটা বিষয়মুখী।
- তৎক্ষণাৎ মূল্যমান তুলনামূলকভাবে বিচার সঠিক হয় না।

### ৫.৭.২ রচনাধর্মী পরীক্ষা (Essay type test) :

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে একটি প্রশ্নের উত্তর ৪-৫ পাতায় ৩০০-৪০০ শব্দে লিখতে বলা হয়। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর স্মরণক্ষমতা, সংগঠন, তত্ত্বের প্রয়োগক্ষমতা, বিবরণ দেবার ক্ষমতা যাচাই করা যায়।

উদাহরণ :

(ক) ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণ বর্ণনা করুন।
এই সমস্যা দূরীকরণের জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে?

(খ) বিশ্বায়ন কি? এর শুরু থেকে ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা করুন।

(গ) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মাগান্ধীর অবদান আলোচনা করুন।

**সুবিধা (Advantage) :**

(1) জটিল শিখন প্রক্রিয়াকে পরিমাপ করে।

(2) সমস্যা সমাধান, চিন্তনক্ষমতা, প্রয়োগ করার ক্ষমতা ইত্যাদি গুণগুলিকে যাচাই করতে পারে।

(3) সহজে পরিচালনা করা যায়।

**সীমাবদ্ধতা (Limitations) :**

(1) উত্তর লেখার সময় বেশি লাগে।

(2) সম্পূর্ণ বিষয়কে মূল্যায়ন করা যায় না।

(3) মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি নৈর্ব্যক্তিক নয়।

(4) স্বল্প সংখ্যক বিষয়ের মূল্যায়ন করা যায়।

### ৫.৭.৩ সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী পরীক্ষা (Short answer type test) :

কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তরদানের ক্ষমতা যাচাই করা যায়। প্রশ্নের উত্তর ১—৫০ শব্দে হয়। স্বল্প সময় জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ক্ষমতা যাচাই করা যায়।

**উদাহরণ :**

(ক) ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলির একটি লিখুন।

(খ) ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রীর নাম কি?

(গ) বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থর নাম কি?

(ঘ) প্রমাণ সময় কি?

(ঙ) ডব্লু. টি. ও. (WTO) কি?

**সুবিধা (Advantage) :**

(1) সংগঠন করা সুবিধাজনক।

(2) স্বল্প সময়ে বহু বিষয়ে জ্ঞান পরিমাপ করা যায়।

(3) নম্বর পাওয়া সহজ।

(4) অনুমানের ভিত্তিতে উত্তরদানের সুযোগ কম।

**সীমাবদ্ধতা (Limitations) :**

(1) জটিল শিখন প্রক্রিয়ার পরিমাপ উপযুক্ত হয় না।

(2) শিক্ষার্থীর ভাষাগত দক্ষতা যাচাই করা যায় না।

(3) এটি note শিখনের উপর বেশি জোর দেয়।

**৫.৭.৪ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (Objective type test) :**

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুর মনকে সঠিকভাবে পরীক্ষা করে। এক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। স্বল্প সময়ে অনেক বিষয় পরীক্ষা করা যায়।

**উদাহরণ :**

(ক) গৌতম বুদ্ধর জীবনাবসান ঘটে——।

(খ) পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়——।

(১) ১২১৫ খ্রীস্টাব্দে, (২) ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে, (৩) ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে, (৪) ১৫০৬ খ্রীস্টাব্দে।

(গ) বিবৃতিটি সঠিক হলে 'ঠিক' ও ভুল হলে 'ভুল' লিখুন—ভারতের রাষ্ট্রপতি সর্বদা মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।

**সুবিধা (Advantage) :**

(1) নম্বরদান নৈর্ব্যক্তিক হয়।

(2) নম্বর পাওয়া সহজ।

(3) ভাষাগত দক্ষতার খুব কম দরকার পড়ে।

(4) শিক্ষক/পরীক্ষকের শিক্ষার্থীর প্রতি পক্ষপাতিত্বের সুযোগ থাকে না।

(5) পরিচালনা করা সহজ।

(6) সমস্ত বিষয়বস্তুকে পরিপূরণ করে।

(7) অপ্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা দূরীভূত হয়।

(8) এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্টি প্রদান করে

**সীমাবদ্ধতা (Limitations) :**

(1) অনুমান করে উত্তর দেওয়ার সুযোগ থাকে।

(2) চিন্তনের সুযোগ থাকে না।

(3) ভাষা, বিশ্লেষণ ইত্যাদি গুণগুলির পরীক্ষা করা যায় না।

## ৫.৮ ❑ বিভিন্ন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (Different types of objectives type test) :

বিভিন্ন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাগুলি হলো—

### ৫.৮.১ সঠিক উত্তরটি নির্বাচন (Multiple Choice) :

এই ক্ষেত্রে একটি প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর দেওয়া থাকে যেগুলির কয়েকটি খুব কাছাকাছি এবং কয়েকটি ভূল থাকে। এদের মধ্যে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করতে হয়। এই সমস্যাগুলি সরাসরি প্রশ্নমূলক হতে পারে অথবা অসম্পূর্ণ বিবৃতি হতে পারে। একে বলে **স্টেম (Stem)**। সমাধানের সম্ভাব্য তালিকাকে বলা হয় **অলটারনেটিভ (alternatives)**। প্রত্যেকটি বিষয়ের সঠিক অলটারনেটিভকে বলা হয় **আনসার বা উত্তর (answer)** এবং বাকি অলটারনেটিভকে বলা হয় **ডিসট্রাকটার্স (distracters)**।

**উদাহরণ :**

(ক) বুদ্ধর জন্ম হয় ———।

(১) পাটলিপুত্র, (২) সারনাথ, (৩) লুম্বিনী, (৪) নালন্দা।

(খ) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল

(১) উষ্ণ আর্দ্র গ্রীষ্ম এবং শুষ্ক শীতল নীতি।

(২) উষ্ণ শুষ্ক গ্রীষ্ম এবং শীতল আর্দ্র শীত।

(৩) উষ্ণ শুষ্ক গ্রীষ্ম এবং নাতিশীতোষ্ণ শুষ্ক শীত।

### ৫.৮.২ সত্য না মিথ্যা (True or false) :

একটি প্রশ্নে একটি বাক্য লেখা যাকে যেটি ঠিক বা ভুল হতে পারে। শিক্ষার্থীকে লিখতে হয় যে প্রদত্ত বাক্য বা তথ্যটি ঠিক না ভুল। এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়।

**উদাহরণ :**

(ক) সঠিক উত্তরটিতে 'ঠিক' এবং ভুল উত্তরটিতে 'ভুল' লিখুন

(১) মহাবীরকে 'জিন' বলা হত।

(২) বুদ্ধদেব কুশীনগরে তার প্রথম ধর্মমত প্রচার করেন।

(৩) ভারতের রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হন।

(৪) আদম স্মিথ অর্থনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন 'সম্পদের বিজ্ঞান' বলে।

### ৫.৮.৩ ❑ একটির সাথে অপরটি মেলাও (Matching test) :

প্রশ্নে দুটি স্তম্ভে একাধিক শব্দ বা ধারণা লেখা থাকে। একদিকের স্তম্ভে লেখা শব্দ বা ধারণার সাথে অন্যদিকের স্তম্ভে লেখা শব্দ বা ধারণাগুলির মিলবে সেগুলি একত্রে লিখতে হবে। স্তম্ভে প্রদত্ত নির্দিষ্ট শব্দগুলিকে বলা হয় **প্রেমিসেস (premises)** এবং এর পরিপূরক হিসাবে স্তম্ভে প্রদত্ত নির্বাচিত শব্দগুলিকে বলা হয় **রেসপন্সেস (responses)**।

উদাহরণ :

'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের সঠিক বিষয়টিকে মিলিত করুন

| ক | খ |
|---|---|
| ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দ | ভারতছাড় আন্দোলন |
| ২৬১ খ্রীস্টাব্দ পূর্বাব্দ | হর্ষ সিংহাসনে আরোহণ করেন |
| ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দ | কলিঙ্গ যুদ্ধ |
| ৬০৬ খ্রীস্টাব্দ | পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ |
| ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ | ডাণ্ডি অভিযান অসহযোগ আন্দোলন |

### ৫.৮.৪ ❑ ক্রমিক পরীক্ষা (Sequence test) :

ক্রমপর্যায়ে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনাকে এলোমেলো ভাবে দেওয়া থাকে। শিক্ষার্থীকে ঘটনাগুলিকে ক্রমপর্যায় সাজাতে হয়।

**উদাহরণ :**

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে ক্রম অনুযায়ী সাজান

ক্রিপস্ মিশন

মিন্টো মর্লে সংস্কার

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

ডাণ্ডি অভিযান

পলাশীর যুদ্ধ

ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

### ৫.৮.৫ ❑ শ্রেণীকরণ পরীক্ষা (Classification test) :

কয়েকটি বস্তুর/প্রাণী ইত্যাদির নাম বা কয়েকটি ধারণা একত্রে দেওয়া হয়। এদের মধ্যে একটি বাদে বাকীরা একই শ্রেণীভূক্ত হয়। শিক্ষার্থীকে যেটি শ্রেণী বহির্ভূত তাকে নির্বাচন করতে হয়।

**উদাহরণ :**

প্র. পৃথক নামটির তলায় দাগ দিন

(ক) চৈতন্য, গুরুনানক, বুদ্ধ, কালিদাস

(খ) বাবর, হুমায়ুন, আকবর, অশোক

### ৫.৮.৬ ❑ সম্পূর্ণকরণ পরীক্ষা (Completion Test) :

একটি বিষয়কে একটি বাক্যে লেখা হয় কিন্তু বাক্যটিতে একটি শব্দ দেওয়া থাকে না। শিক্ষার্থীর কাজ হবে ঐ শূন্যস্থানটি এমন শব্দ বসিয়ে সম্পূর্ণ করা যাতে বাক্যটি অর্থপূর্ণ হয়।

**উদাহরণ :**

(১) ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য যোগ্য যিনি —— অফিসের একটি পদ অধিকার করে আছেন। (কালেক্টর, গভর্ণর, কমিশনার, মেজর-জেনারেল, আর্মি কন্ট্রাক্টর)

(২) মহাবীর বর্ধমান হলেন —— জনক।

### ৫.৮.৭ ❑ স্মরণ করার পরীক্ষা (Recall type) :

এ ধরণের পরীক্ষা কোন বিষয়ভূক্ত জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করা হয় এবং শিক্ষার্থীকে তার উত্তর দিতে হয়।

**উদাহরণ :**

(১) বিশ্বে কোন দেশ পাট উৎপাদন প্রথম ?

(২) মাথা-পিছু অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন দেশ প্রথম ?

(৩) ২০০১-সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে শতকরা কতজন শিক্ষিত ?

## ৫.৯ ❑ সারাংশ (Summary) :

- কোন একটি ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্টে গাণিতিক তথ্য/বিবরণ হলো পরিমাপ।
- মূল্যায়ন হলো তথ্যের সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দান করা যার দ্বারা শিক্ষার্থী নির্দেশনার উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করেছে কিনা তা বোঝা যায়।
- পরিমাপ একটি সংকীর্ণ ধারণা এবং মূল্যায়ন একটি ব্যাপকতর ধারণা।
- মূল্যায়ণের অন্যতম কৌশল হলো মৌখিক পরীক্ষা, সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী পরীক্ষা এবং নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা
- বিভিন্ন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা হলো—সঠিক উত্তর নির্বাচন পরীক্ষা, সত্য না মিথ্যা পরীক্ষা ইত্যাদি।

- মূল্যায়ন
  - — পরিকল্পনার উদ্দেশ্যকে সার্থক করে।
  - — ব্যাপক এবং চলমান।
  - — নির্দেশের সম্পূর্ণ অংশকে (মেনে চলে) অনুসরণ করে।
  - — সমগ্র শিক্ষণ পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত।
  - — তুলনামূলক প্রক্রিয়াটিকেও চালু রাখে।

- সমাজবিদ্যায় মূল্যায়ন কার্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ।
  - — ঘটনার জ্ঞানের পরীক্ষা।
  - — বৌদ্ধিক ক্ষমতার পরীক্ষা।
  - — বিভিন্নরকম দক্ষতার পরীক্ষা এবং
  - — আচরণ ও আগ্রহের পরীক্ষা।

- সমাজবিদ্যায় শিক্ষা অর্জনের মূল্যায়নে মৌখিক পরীক্ষা, রচনাধর্মী পরীক্ষা, সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক পরীক্ষা এবং নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাগুলিকে ব্যবহার বা অনুসরণ করা হয়।

- বিভিন্ন রকমের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা আছে। যেমন—সঠিক উত্তর নির্বাচন, সত্য না মিথ্যা, একটির সাথে অপরটি মেলানো, ক্রমিক পরীক্ষা, শ্রেণীকরণ পরীক্ষা, সম্পূর্ণকরণ পরীক্ষা এবং স্মরণ করার পরীক্ষা।

- নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—সনাক্তকরণ ও স্মরণ করা।

## ৫.১০ ❑ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress) :

(১) মূল্যায়ণ কাকে বলে ?

(২) সমাজপাঠে মূল্যায়ণের প্রয়োজনীয়তা কী ?

(৩) পার্থক্য লিখুন ।

ক) পরিমাপ ও মূল্যায়ন।

খ) রচনাধর্মী পরীক্ষা ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

গ) সঠিক উত্তর নির্বাচন ও একটার সাথে অপরটা মেলান

(৪) সুমূল্যায়ণের নীতি কী কী ?

(৫) স্টেম কি ?

(৬) প্রেমিসেস কি ?

## ৫.১১ ❑ বাড়ীর কাজ (Assignment) :

সমাজবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে ১০০টি ভিন্ন ধরণের প্রশ্ন রচনা করুন।

## ৫.১২ ❑ আলোচনা ও বিষয়বস্তুর পরিস্ফুটন (Points for Discussion and Clarification) :

### ৫.১২.১ আলোচনার সূত্রাবলী (Points for Discussion) :

### ৫.১২.২ ❑ ব্যাখ্যার সূত্রাবলী (Points for Clarification) :

## ৫.১৩ উৎস (References) :


1. Ballard, P.B. The New Examiner London, University of London Press, 1994.
2. Bradfield, James M. and Moredock, H. Stewart Measurement and Evaluation in Education New York, the Maemillan Company, 1957.
3. Evaluation in Social studies. Directorate of Extension Programmes for Secondary Education, Ministry of Education, Govt. of India, 1960.
4. Ghate, V.D. The Teaching of History Bombay, Oxford University Press, 1961.
5. Gronund, N.E et. al. Measurement and Evaluation in teaching, Mac Million Publishing Co, New York, 1985.
6. National Curriculum Framework for School Education, NCERT. New Delhi, 2000.
7. Kochhar, S.K. The Teaching of Social Studies. Sterling Publishers Private Limited, New Delhi, 1960.
8. Teaching History in Secondary schools. NCERT, New Delhi, 1970.
9. The curriculum for the Ten-Years School, NCERT, New Delhi, 1975.
10. Traxler, A.E. et. al. Introduction to Testing and Use of Test Results in Public Schools, Rinehart and Co., New York, 1957.
11. Yasnik, K.S. The Teaching of Social Studies in India. Orient Ltd., Bombay, 1966.